CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-298 ■ 28 July, 2026 ■ আগরতলা ২৮ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ১১ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রশ্ন ফাঁস রুখতে সংসদে বিল পেশ শাসক-বিরোধী তরজা চরমে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই(আইএএনএস)।। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষায় অনিয়ম রোধে আইনি কাঠামো আরও কঠোর করতে কেন্দ্র সরকার সোমবার লোকসভায় "পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ পেশ করেছে। তবে বিলটি উপস্থাপনের সময় বিরোধী দলের সাংসদদের লাগাতার স্লোগান ও হইচইয়ের জেরে লোকসভার কার্যক্রম দুপুর ২টা পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং সরকারের আইন প্রণয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিলটি লোকসভায় উপস্থাপন করেন। বিলটির লক্ষ্য প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইনি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা।

বিরোধী সদস্যদের বিক্ষোভের মধ্যেই লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বারবার তাঁদের শান্ত হয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে আলোচনা করার দাবি উঠেছে। আজ সেই সুযোগ এসেছে। বিরোধীদের যে কোনও গঠনমূলক পরামর্শ সরকার বিবেচনা করবে। গণতন্ত্রে স্লোগান নয়, আলোচনাই হওয়া উচিত।

তবে অধ্যক্ষের আহ্বান সত্ত্বেও বিরোধীদের বিক্ষোভ অব্যাহত থাকায় শেষ পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন দুপুর ২টা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, এই সংশোধনী বিলের মাধ্যমে "পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) আইন, ২০২৪"-এ পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত সংশোধনীতে পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে আরও কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। বিল অনুযায়ী, প্রশ্নপত্র ফাঁস বা পরীক্ষায় জালিয়াতির সঙ্গে জড়িতদের সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড, ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা, দোষীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিধান এবং মামলার রায় তিন মাসের মধ্যে দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর এই বিল সংসদে আনা হয়েছে। এতে পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনেরও প্রস্তাব রয়েছে। এই আদালতগুলিকে তিন মাসের মধ্যে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে রায় দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য একটি বিস্তৃত আইন সংসদে আনা হবে। সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই এই সংশোধনী বিল সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এদিকে, প্রশ্নফাঁস রোধে আনা "পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিনস) সংশোধনী বিল, ২০২৬" নিয়ে সংসদে বিশদ আলোচনা করার জন্য বিরোধীদের কাছে আবেদন জানালেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেন, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখা এবং দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও শক্তিশালী করাই এই বিলের মূল লক্ষ্য।

সোমবার লোকসভায় বিরোধীদের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ডিজিপির মৃত্যুর ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে রাজ্যপালের কাছে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। ডিজিপি অনুরাগ ধানকরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ত্রিপুরা হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে রাজ্যপালের নিকট স্মারকলিপি জমা দিল সিপিআই(এম) বিধায়ক দল।

এদিন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে সিপিআই(এম)-এর বিধায়কদের স্বাক্ষরিত ওই স্মারকলিপিতে ঘটনাটিকে ব্যতিক্রমী সাংবিধানিক, প্রশাসনিক ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করে রাজ্যপালের জরুরি হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

এদিন জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, রাজ্যের সর্বোচ্চ পুলিশ আধিকারিক অনুরাগ ধানকর কর্তব্যরত অবস্থায়, পুলিশের পোশাকে এবং রাজ্য পুলিশ সদর দফতরের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছেন। ওই ঘটনাকে ঘিরে জনমনে ব্যাপক উদ্বেগ ও একাধিক অনুত্তরিত প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। সরকার ইতিমধ্যেই ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে উল্লেখ করলেও, জনপরিসরে ঘুরে বেড়ানো নানা সন্দেহ, আশঙ্কা ও অভিযোগের প্রেক্ষিতে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করা অত্যন্ত জরুরি। জনআস্থা বজায় রাখতে নিরপেক্ষ তদন্ত অপরিহার্য বলেই এই দাবি জানানো হয়েছে।

তাঁর কথায়, ডিজিপি-র মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক পদে থাকা এক শীর্ষ পুলিশকর্তার অফিস চলাকালীন পুলিশ সদর দফতরের ভেতরে অস্বাভাবিক মৃত্যু কেবল ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, বরং তা প্রশাসন, আইনের শাসন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে জড়িত একটি গুরুতর বিষয়। বিচারবিভাগীয় তদন্তের আওতায় মৃত্যুর পূর্ববর্তী ঘটনাক্রম, ঘটনাস্থলের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ঘর থেকে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারের লাউগাং বড়ুয়া পাড়া এলাকায় এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছে টুটন সাহা নামে প্রায় ৪০ বছর বয়সি এক যুবকের মৃতদেহ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো রবিবার রাতে বাজার থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঘুমাতে যান টুটন। কিন্তু সোমবার সকাল ৮টা বেজে গেলেও তাঁর ঘরের দরজা না খোলায় পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। পরে ঘরের অন্য একটি দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে তাঁরা দেখতে পান, টুটন ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছেন। তাঁর কোনও সাড়া-শব্দ না পাওয়ায় বিষয়টি জানানো হয় স্থানীয়দের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, টুটনের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার রাজনীতি করছে ঃ প্রদেশ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। রাজ্যে বিরোধীদের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থান ও বিভিন্ন অভিযোগের তীব্র সমালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে বিভ্রান্ত করার রাজনীতি করার অভিযোগ তুলল বিজেপি। আজ আগরতলায় বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন বিধায়ক রণজিৎ দাস। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা এবং রাজ্য মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার।

সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই সম্প্রতি প্রয়াত প্রাক্তন ডিজিপি অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেন রণজিৎ দাস। তিনি বলেন, তাঁর মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু রাজনৈতিক দল

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে।

বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী ও সুদীপ রায় বর্মণের বক্তব্যের জবাবে রণজিৎ দাস বলেন, বিরোধীরা রাজনৈতিক স্বার্থে মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ডিজিপি অনুরাগের মৃত্যুকে নিয়ে বিরোধীরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন তুলে মানুষকে বিভ্রান্তি করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তিনি দাবি করেন, রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রয়েছে বলেই বিরোধীরা অবাধে সভা-সমাবেশ ও কর্মসূচি পালন করতে পারছে। বিলোনিয়ার একটি ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি অভিযোগ করেন, সেখানে এক আইপিএস কর্মকর্তার প্রতি বিরোধী নেতার অপমানজনক আচরণ করা হয়েছিল। তিনি নিজেই এধরনের আচরণ করে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন করেন, তিনি বাম আমলের প্রসঙ্গ টেনে এনে বিরোধী দলনেতাকে কটাক্ষ করেন।

রণজিৎ দাস আরও বলেন, অতীতের বিভিন্ন দুর্নীতি ও অপরাধের ঘটনাগুলি মানুষের মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তিনি আদা কেলেঙ্কারি, রোজ ভ্যালি কেলেঙ্কারি, বিশালগড় ব্লক সংক্রান্ত অনিয়ম, এক মন্ত্রীর হত্যাকাণ্ড এবং এক এসডিএমের হত্যার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর বাস ভবনের সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার দাবি যুবমোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার ব্যক্তিগত বাসভবনের সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সোমবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা-এর ত্রিপুরা রাজ্য শাখা। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিলও অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নবনিযুক্ত যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি অরিন্দম দেব অভিযোগ করেন, ২০ জুলাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে রাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করেছেন।

অরিন্দম দেবের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে কংগ্রেস কর্মীরা অনুমতি ছাড়াই মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত বাসভবনে প্রবেশের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

এমবিবি বিমানবন্দরে উবের চালককে হেনস্থায় দুই অটো চালককে শোকজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) বিমানবন্দরে অ্যাপভিত্তিক (উবার) গাড়ির চালককে হেনস্তা, গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নেওয়া এবং যাত্রী পরিবহণে বাধা দেওয়া সহ যাত্রী হেনস্থার অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ নিল ত্রিপুরা পরিবহন দপ্তর। অভিযোগের ভিত্তিতে দুই অটোচালককে শোকজ নোটিশ জারি করার পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের কাছে বিষয়টি পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, গত ২৪ জুলাই সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ চেন্নাই থেকে চিকিৎসা করিয়ে পরিবার-সহ আগরতলায় ফেরেন বিনীতা ঘোষ। বিমানবন্দর থেকে সিদ্ধি আশ্রমে যাওয়ার জন্য তিনি একটি অন লাইনের মধ্যে উবার গাড়ি বুক করেন। অভিযোগ, বিমানবন্দরের বাইরে পৌঁছাতেই কয়েকজন অটোচালক উবার গাড়িটিকে ঘিরে ধরে। তাদের মধ্যে একজন চালক জোর করে গাড়ির চাবি কেড়ে নেন এবং চালক ও যাত্রীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। এমনকি বুক করা গাড়িটিকে যাত্রী নিয়ে যেতে বাধা দেওয়া হয়। এই ঘটনা ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

অভিযোগ, ওই স্থানীয় অটো চালকরা প্রকাশ্যে আইনশৃঙ্খলা উপেক্ষা করে এবং দীর্ঘদিন ধরেই বিমানবন্দরে অ্যাপভিত্তিক গাড়ির চালকদের উপর চাপ সৃষ্টি ও যাত্রীদের হয়রানির ঘটনা ঘটিয়ে আসছেন। ভিডিওতে তাদের এধরনের অশালীন ব্যবহার লিপিবদ্ধ হয়েছে অভিযোগকারিণীর কাছে। ইতিমধ্যেই তিনি এর সুষ্ঠ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেস কর্মীদের উপর হামলা গ্রেপ্তারের দাবিতে ধর্মনগর থানায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ জুলাই ।। চন্দ্রপুরে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের ওপর দুষ্কৃতীদের হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ধর্মনগর। ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে ধর্মনগর থানার সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, চন্দ্রপুরে কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেপ্তার এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তারা।

এদিন বিক্ষোভ চলাকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব ধর্মনগর থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে একটি স্মারকলিপিও প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, এই ধরনের ঘটনায় যদি দ্রুত ও নিরপেক্ষ ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর গণআন্দোলনে সামিল হবেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর থানা চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে সংবাদ লেখা পর্যন্ত এই ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কলেজছাত্রীকে কুপ্রস্তাব ও উত্যক্তের অভিযোগে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। এক কলেজপড়ুয়া ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দেওয়া এবং দীর্ঘদিন ধরে উত্যক্ত করার অভিযোগে এক যুবককে আটক করেছে খোয়াই মহিলা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম বেদব্রত গুপ্ত। তিনি খোয়াই মহকুমার সোনাতলা এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একই এলাকার এক কলেজছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে খোয়াই মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগে বলা হয়, অভিযুক্ত বেদব্রত গুপ্ত বিভিন্ন সময়ে ওই ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার পাশাপাশি উত্যক্ত করছিলেন। বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকায় পরিবারের সদস্যরা শেষ পর্যন্ত পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিযোগ পাওয়ার পরই খোয়াই মহিলা থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে আটক করা হয়। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

লরি থেকে উদ্ধার ৩ কোটির কফ সিরাপ গ্রেপ্তার চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৭ জুলাই।। ত্রিপুরায় প্রবেশের মুখে শ্রীভূমি জেলার চুরাইবাড়ি ওয়াচপোস্টে পুলিশের অভিযানে ডিমবোঝাই একটি লরি থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ নেশাজাতীয় এসকফ কফসিরাপ উদ্ধার হয়েছে। জব্দ হওয়া কফ সিরাপের আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা। ঘটনায় লরির চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম সালাম আনসারি। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সিউড়ি মহকুমার মহম্মদবাজার থানার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে ইউপি-৫৩ ইটি-৭১৮১ নম্বরের ১৪ চাকার ডিমবোঝাই লরিটি চুরাইবাড়ি পুলিশ চেকগেটে পৌঁছালে ওসি নিরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় ডিমের কার্টনের আড়ালে লুকিয়ে রাখা ৪২২টি কার্টন থেকে মোট ৩১ হাজার ৬৫০ বোতল এসকফ কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। প্রতিটি কার্টনের উপরে একটি করে ডিমভর্তি ট্রে রাখা ছিল, যাতে বাইরে থেকে দেখে সন্দেহ না হয়।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ঝাড়খণ্ডের রাঁচি থেকে অবৈধভাবে কফ সিরাপগুলি সংগ্রহ করে আগরতলায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা ছিল। উদ্ধার হওয়া নেশাজাতীয় সামগ্রীর কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকারও বেশি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘটনায় ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে জেলা মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (সিজেএম) আদালতে তোলা হবে। চুরাইবাড়ি পুলিশের ধারাবাহিক মাদকবিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাবাসী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার রুখতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

স্কুল ছাত্রীর রহস্য মৃত্যু ঘিরে তপ্ত কৈলাসহর এসএফআই'র বিক্ষোভ, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ জুলাই ।। স্কুলছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কৈলাসহর। মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উদঘাটন এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আজ বাবুর বাজারে বিক্ষোভ মিছিল ও পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করল স্টুডেন্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (এসএফআই)-এর কৈলাসহর মহকুমা কমিটি।

সংগঠনের উদ্যোগে সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ বাবুর বাজারে শুরু হয় বিক্ষোভ কর্মসূচি। এসএফআই কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে অংশ নেন। হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে মিছিলটি বাবুর বাজার এলাকার বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে। পরে আন্দোলনকারীরা মূল সড়কে অবস্থান নিয়ে পথ অবরোধ করলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, ছাত্রীর মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য অবিলম্বে উদঘাটন করতে হবে এবং ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে। তাঁদের অভিযোগ, এই ঘটনাকে ঘিরে জনমনে এখনও একাধিক প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। তাই নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য সামনে আনার দাবি জানান তাঁরা।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এসএফআই কৈলাসহর মহকুমা সভাপতি শাহাবুদ্দিন, রাজ্য কমিটির সদস্য আব্দুল সামিম, ছাত্রনেতা প্রীতম দত্ত, সাগরদ্বীপ মালাকার, রূপাঙ্গন বাজপাই-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিক্ষোভ শেষে এসএফআই নেতৃত্ব জানায়, ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত সম্পন্ন করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর গণআন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

দল বিরোধী কাজের অভিযোগ বিজেপির দুই নেতা বহিস্কৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ ও ধারাবাহিক দলবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই নেতার বিরুদ্ধে কড়া সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। প্রদেশ সভাপতির নির্দেশক্রমে এই সিদ্ধান্ত ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1

28-07-2026, 01:01

জাগরণ
আগরতলা ২৮ জুলাই, ২০২৬ ইং
১১ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সংসদে বীরের অভ্যর্থনা!

নীট ইউজিসি প্রশ্নপত্র ফাঁস বিতর্ক ও দেশজুড়িয়া ছাত্র আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করিবার পর প্রথম দিন সংসদে আসিয়া এনডিএ সাংসদদের থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা পান প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। সংসদ চত্বরে গাড়ি থেকে নামিতেই শাসক জোট এনডিএ ও বিজেপি সাংসদরা তাঁহাকে ঘিরিয়া 'ধর্মেন্দ্র প্রধান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেন। তাঁহাকে ঐতিহ্যবাহী পাগড়ি, শাল ও উত্তরীয় পরাইয়া এবং পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সংবর্ধনা জানানো হয়।পদত্যাগ করিলেও দল যে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার পাশে রহিয়াছে এবং সাংগঠনিকভাবে তাঁহার গুরুত্ব কমেনি, সেই বার্তা দিতেই এই আয়োজন বলিয়া মনে করিতেছে রাজনৈতিক মহল।প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে পদত্যাগ করা প্রাক্তন মন্ত্রীকে এভাবে 'বীরের সম্মান' বা 'নায়কোচিত সংবর্ধনা' দেওয়া নিয়া তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে কংগ্রেসসহ ইন্ডিয়া জোট। কংগ্রেস সাংসদরা এটিকে 'লজ্জাজনক' বলিয়া আখ্যা দেন এবং বিলকিস বানো কাণ্ডের অপরাধীদের মালা দিয়া বরণ করিবার ঘটনার সাথে তুলনা টানিয়া বিজেপির রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে নিশানা করেন। সংবর্ধনা ও বিরোধীদের হট্টগোলের মধ্যে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের কটাক্ষের জবাবে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন "আমি রাজপথের লড়াকু যোদ্ধা, এসি ঘরে বসিয়া সমাজসেবা করা লোক নই।"

মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দেওয়ার পর সোমবারই প্রথম সংসদে গেলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। ওড়িশার সম্বলপুর কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ গাড়ি থেকে নামিতেই সংসদ চত্বরে তাঁহাকে স্বাগত জানান বিজেপির বেশ কয়েক জন সাংসদ। তাঁহার মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়। 'প্রধান জিন্দাবাদ' স্লোগানও ওঠে। দলীয় সহকর্মীরাই ধর্মেন্দ্রকে সংসদের ভিতরে নিয়া যান।সংসদের মকর দ্বার দিয়া ধর্মেন্দ্র যখন ভিতরে ঢুকছেন, তখন তাহার অনতিদূরেই বিক্ষোভ দেখাইতেছিলেন বিরোধী সাংসদেরা। তাঁহাদের জমায়েত থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ভোটচুরি, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরির অভিযোগ তোলা হয়। বিরোধী সাংসদেরা এই অভিযোগ তোলেন যে, পড়ুয়াদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে দমনপীড়ন চালাইয়াছে পুলিশ। এই বিষয়ে দায় স্বীকার করিয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে হইবে বলিয়া জানান তাঁহারা।নিটের প্রশ্নফাঁস এবং শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে প্রথম থেকেই ধর্মেন্দ্রের পদত্যাগের দাবি জানাইয়াছিল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। বলা হইয়াছিল, মন্ত্রীর ইস্তফা ছাড়া কোনও শর্তেই তাহারা আন্দোলন প্রত্যাহার করিবে না। এ বিষয়ে কোনও বোঝাপড়া চলিবে না। দুর্নীতির দায় মন্ত্রীকে নিতে হইবে। শনিবার সিজেপি-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরকারের আলোচনার আগে ইস্তফা দেওয়ার কথা জানান দেশের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন প্রহ্লাদ জোশী।ইস্তফার কথা ঘোষণা করিয়া শনিবার দুপুরে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন ধর্মেন্দ্র। জানান, গত ১০ দিনের ঘটনায় তিনি দুঃখিত। ধর্মেন্দ্র লেখেন, "ছাত্র, শিক্ষক এবং শিক্ষার সংস্কারে গত চার দশক ধরিয়া আমি নিজেকে নিবেদন করিয়া আসিয়াছি। সবসময় বিশ্বাস করিয়াছি, শক্তিশালী, দূরদর্শী শিক্ষাব্যবস্থাই একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতে পারে। দেশের যুবসমাজের আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি, ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশাকে আমি গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করি। তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করা আমাদের সকলের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অঙ্গীকার। দেশের সেবা করিবার সুযোগ আমি পাইয়াছি, তাহার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ।"

ধর্মেন্দ্র জানান, গত ৩ মে নিটের পরীক্ষায় যে অনিয়ম ধরা পড়িয়াছিল, প্রথম দিন থেকে তিনি তাহার দায় নিয়াছিলেন। কখনও দায় ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করেননি। তাঁহার কথায়, "কোনও মেধবী ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতে দেব না, কাহারও সঙ্গে অন্যায় হইতে দেব না এটাই আমার সঙ্কল্প ছিল। গত ১০ দিনের ঘটনাক্রমে আমি ব্যথিত। যন্তর মন্তর এবং সারা দেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হইয়াছে, দেশবিরোধী শক্তিগুলি যাহাতে তাহার সুযোগ নিতে না পারে, দেশের ঐক্য যাহাতে অটুট থাকে, কোনও পড়ুয়া যাহাতে আইনি জটিলতায় না জড়াইয়ায়ে পড়ে, আমাদের সন্তানেরা যাহাতে কেরিয়ারে মনোনিবেশ করিতে পারে, সে কথা বিবেচনা করিয়া আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র পাঠাইয়ায়ে দিয়াছি।"

শ্রীনগরে পুলিশের অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিলেতি মদ উদ্ধার

আগরতলা, ২৭ জুলাই :অবৈধ মদ মজুত ও পাচারের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে শ্রীনগর থানার পুলিশ সফল অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বিলেতি মদ উদ্ধার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শ্রীনগর থানাধীন ৪ নম্বর পাড়া এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। অভিযানের সময় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিলেতি মদ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া সমস্ত মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পাশাপাশি অবৈধ মদ মজুত, বিক্রি ও পাচারের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াও চলছে। শ্রীনগর থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অবৈধ মদ ব্যবসার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান ধারাবাহিকভাবে চালানো হবে। এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কুমারঘাটে যৌথ অভিযানে ৩৮ কৌটা ব্রাউন সুগার উদ্ধার, আটক ২

আগরতলা, ২৭ জুলাই : নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে একটি গাড়ি আটক করে। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৮টি কৌটায় রাখা ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে কুমারঘাট থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অভিযানের সময় কুমারঘাটের ডেপুটি কালেক্টর অ্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেট (ডিসিএম) ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িতে থাকা দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তারা হলেন রাজেশ দাস (৪১), পিতা প্রয়াত রেবতী দাস, বাড়ি পুরান কালীবাড়ি, কুমারঘাট থানা এলাকা এবং সজল দাস (৪৫), পিতা প্রয়াত গোবিন্দ দাস, বাড়ি রাতবাড়ি, কুমারঘাট থানা এলাকা।

আটক দুই ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সন্দেহভাজন মাদকের ওজন নির্ধারণ, রাসায়নিক পরীক্ষা এবং জব্দ সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবিত পদার্থ আইন (এনডিপিএস অ্যাক্ট)-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় একটি মামলা রুজু করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং: অ্যান্টিবায়োটিকের মহানায়ক

কাজী আকাশ

একটা আবিষ্কার বদলে দিতে পারে গোটা বিশ্ব। সেই আবিষ্কারের ফল মানবজাতির জন্য বয়ে আনতে পারে সুফল বা কুফল দুটোই। কেউ ভালো কাজ করে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছেন, কেউবা খারাপ কাজ করে। তবে অনেকটা আকস্মিকভাবে বড় কিছু আবিষ্কার করে মানবসভ্যতার গতিপথ বদলে দিয়েছেন এমন উদাহরণ ইতিহাসে বিরলই বলা চলে। এই বিরলদেরই একজন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। প্রায় নিজের অজান্তেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন পেনিসিলিন।

৮৮১ সালের ৬ আগস্ট। স্কটল্যান্ডের লকফিল্ড নামে পাহাড়ি এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ফ্লেমিং। এক কৃষক পরিবারে। সেই সূত্রে তাঁর বাবা হিউ চাষাবাদ করতেন। মা গ্রেট মর্টন ছিলেন গৃহিণী। আট ভাইবোনের পরিবারে ফ্লেমিং সপ্তম। বাবা হিউয়ের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে ছেলেবেলা কেটেছে ফ্লেমিংয়ের। শৈশবে লাউডাউন মুর স্কুল এবং পরে ডারভেল স্কুলে পড়াশোনা করেছেন তিনি। মাত্র সাত বছর বয়সে বাবাকে হারান ফ্লেমিং। সংসারে অভাব চেপে বসে। বন্ধ হয় ফ্লেমিংয়ের পড়ালেখা।

১৮৯৪ সালে আবার কিলমার্ন স্কুলে ভর্তি হন ফ্লেমিং। এক বছর পরই স্কুল ছেড়ে চলে যান লন্ডনে, বড় ভাই টমাস ফ্লেমিংয়ের কাছে। টমাস সবে পলিটেকনিকের পড়া শেষ করেছেন। কাজের সন্ধানে লন্ডনে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। কিন্তু কাজ মেলেনি। অনেক কষ্টে পার করেন কিছুদিন। তারপর ১৬ বছর বয়সে জাহাজ কোম্পানিতে ছোটখাটো একটা চাকরি পান। ফ্লেমিংয়ের বিত্তশালী নিঃসন্তান এক চাচা ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মৃত্যুতে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় তাঁর। সব সম্পত্তির মালিক হন ফ্লেমিং-ভাইয়েরা। ১৯০১ সালে বড় ভাইয়ের পরামর্শে জাহাজের চাকরিটা ছেড়ে দেন। ভর্তি হন সেন্ট মায়ার্স মেডিকেল স্কুলে।

লেখাপড়া শেষে সেন্ট মেরি হাসপাতালে ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা শুরু করেন ফ্লেমিং। কিছুদিন পর আইরিশ নার্স সারা ম্যারিয়ন ম্যাকর্লয়কে বিয়ে করে সংসার শুরু করেন। এরপর চিকিৎসক হিসেবে যোগ দেন সামরিক বাহিনীতে। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রতিদিন অসংখ্য আহত সৈনিক হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে তাঁদের আঘাতের চিহ্ন। প্রচলিত জীবাণুনাশক ওষুধগুলোতে কোনো কাজ হচ্ছে না। মারাত্মক ক্ষত সারাতে অক্ষম সেগুলো। তাই চোখের সামনে এসব দেখে চিকিৎসক ফ্লেমিং অনুভব করলেন শক্তিশালী কোনো ব্যাকটেরিয়ানাশকের প্রয়োজনীয়তা।

১৯১৮ সালে শেষ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। দুই মাস পর ইংল্যান্ডে ফেরেন ফ্লেমিং। ব্যাকটেরিওলজির প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন লন্ডনের সেন্ট মেরি মেডিকেল স্কুলে। এবার সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী জীবাণুনাশক তৈরিতে মনোযোগ দেন তিনি।

১৯২১ সালের ঘটনা। কিছুদিন ধরেই ফ্লেমিংয়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। সর্দি-কাশিতে ভুগছিলেন। একদিন প্লেটে জীবাণু নিয়ে কাজ করছেন। হঠাৎ হাঁচি দিলেন। প্লেটটা সরানোর আগেই নাক থেকে খানিকটা সর্দি গিয়ে পড়ল প্লেটের ওপর। পুরো প্লেট গেল নষ্ট হয়ে। রাগে প্লেটসহ টেবিল থেকে দূরে ফেলে রাখলেন। নতুন প্লেট নিয়ে আবার কাজ শুরু করলেন।

পরের দিন ল্যাবরেটরিতে এসেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। আগের দিনের প্লেটভর্তি জীবাণুগুলো নেই। ব্যাপার কী! তখনই আগের দিনের সর্দির কথা মনে পড়ল। তিনি ভাবলেন, হয়তো সর্দির কারণেই মারা গেছে জীবাণুগুলো। এরপর কয়েক দফায় প্লেটে সর্দি ফেলে পরীক্ষা করলেন। প্রতিবারই জীবাণুগুলো মারা যেতে দেখা গেল। তিনি জানতেন, মানুষের লালারস জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু সর্দিও যে একই কাজ করতে পারে, তা জানা ছিল না তাঁর। এরপর তিনি চোখের পানি, থুতু ইত্যাদি নিয়েও পরীক্ষা করলেন। নিশ্চিত হলেন, এগুলোরও জীবাণুনাশী ক্ষমতা আছে। ফ্লেমিং নিশ্চিত হলেন এগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধের উপাদান। তিনি এর নাম দিলেন লাইসোজাইম। গ্রিক শব্দ লাইস অর্থ ধ্বংস করা। জীবাণুকে ধ্বংস করে বলেই এমন নাম। কিন্তু শুধু এগুলো ব্যবহার করে শক্তিশালী কোনো জীবাণুনাশক তৈরি করতে পারেননি ফ্লেমিং।

এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। ১৯২৭ সালে ফ্লেমিং স্টেফাইলোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে লাইসোজাইম আবিষ্কারের জন্য পরিচিতি বেড়েছে তাঁর। ১৯২৮ সাল। আগস্ট মাসে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে কাজ করছেন। হঠাৎ মনে হলো ছুটি নিয়ে বাইরে ঘুরে আসা দরকার। যাওয়ার আগে একটি ভুল করে গেলেন। তাঁর সেই ভুলই বিশ্বকে বদলে দিয়েছিল। ল্যাবরেটরিতে রেখে গিয়েছিলেন স্টেফাইলোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার প্লেট। কিন্তু ল্যাবরেটরির জানালাটা বন্ধ করতে ভুলে যান। দুই সপ্তাহ ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসেন গবেষণাগারে। ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই অবাক ফ্লেমিং। ঝোড়ো বাতাসে ল্যাবরেটরির ভেতরটা এলোমেলো হয়ে গেছে। বাইরে দমকা বাতাস উড়িয়ে এনেছে ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি। কিছু ঘাস এসে পড়েছে ব্যাকটেরিয়ার প্লেটেও। ফ্লেমিং লক্ষ করেন, ঘাসভর্তি একটি প্লেটে বেশ বড়সড় পরিবর্তন। ঘাসের প্রভাবে মারা গেছে প্লেটের সব ব্যাকটেরিয়া। কিন্তু কীভাবে মারা গেল?

পরীক্ষা করে দেখা গেল, সেগুলোর মধ্যে ঘাসের গায়ে একধরনের ছত্রাক আছে। নোটেটাম পেনিসিলিয়াম ছত্রাক। সেই ছত্রাকগুলো মেরে ফেলেছে জীবাণুগুলোকে। রোমাঞ্চিত হলেন ফ্লেমিং। তবে কি বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে? পেয়ে গেছেন শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়ানাশক?

এটা নিয়ে একটা গবেষণাপত্র লিখলেন ব্রিটিশ জার্নাল অব এক্সপেরিমেন্টাল প্যাথোলজিতে। সেটা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু জীবাণুনাশক আবিষ্কার করলেও মানবশরীরে ব্যবহারের উপযোগী করতে পারেননি, পর্যাপ্ত রসায়নজ্ঞানের অভাবে। বহুদিন এটা নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য হলো না।

১৯৩৯ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। তখন আবার প্রয়োজন হলো শক্তিশালী জীবাণুনাশকের। পেনিসিলিয়াম নিয়ে আগ্রহী হলেন জার্মান বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানী আর্নস্ট চেইন। নিরলস গবেষণার পর তাঁরা তৈরি করে ফেললেন ব্যাকটেরিয়ানাশক। তাঁরা এর নাম দিলেন পেনিসিলিন। ইঁদুরের ওপর এই পেনিসিলন প্রথম প্রয়োগ করা হলো। সফলও হলো। এরপর অপেক্ষা, কবে মানুষের শরীরে প্রয়োগ করা হবে। ১৯৪১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আসে সেই সুযোগ। অক্সফোর্ডের একজন পুলিশ মারাত্মক ক্ষত নিয়ে ভর্তি হন হাসপাতালে। বাঁচার আশা নেই বললেই চলে। তাঁর শরীরেই প্রথম পেনিসিলিন প্রয়োগ করা হয়। কয়েক ঘণ্টার বিরতিতে চারবার পেনিসিলিন দিয়ে তাঁকে প্রায় সুস্থ করে তুলেছিলেন ফ্লোরি আর চেইন। কিন্তু পর্যাপ্ত পেনিসিলিনের অভাবে তিনি মারা যান। পরে অবশ্য পেনিসিলিন ঠিকই জীবনদায়ী হয়ে ওঠে। তৈরি হয় বিশ্বের প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক।

১৯৪৩ সালে রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন ফ্লেমিং। পরের বছর পান নাইট উপাধি। ১৯৪৫ সালে হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও আর্নস্ট চেইনের সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান ফ্লেমিং।

ফ্লেমিংয়ের আবিষ্কার আসলেই কি মিরাকল? উত্তর, 'না'। ফ্লেমিং বছরের পর বছর ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা করেছেন। প্রতিষেধক তৈরি করতে না পেরে হতাশ হয়েছেন। কিন্তু তারপরও গবেষণা চালিয়ে গেছেন। এ পরিশ্রম না করলে গাছের পাতা বা নাকের সর্দি পড়লেও তিনি কিছুই আবিষ্কার করতে পারতেন না। তা ছাড়া গবেষণা না করলে তো আর হাতের কাছে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা জীবাণুর প্লেট নিয়ে বসে থাকতেন না। তাই ফ্লেমিংয়ের আবিষ্কারকে শুধু মিরাকল বললে, তাঁর আবিষ্কারের প্রতি অশ্রদ্ধা করা হবে।

> ১৯১৮ সালে শেষ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। দুই মাস পর ইংল্যান্ডে ফেরেন ফ্লেমিং। ব্যাকটেরিওলজির প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন লন্ডনের সেন্ট মেরি মেডিকেল স্কুলে। এবার সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী জীবাণুনাশক তৈরিতে মনোযোগ দেন তিনি।

'সহজ' পাঠের খোঁজে

বিশেষ প্রতিবেদন।। বাসরাস্তা দিয়ে পুরুলিয়া থেকে শান্তিনিকেতন। দুপুর এগোচ্ছে বিকেলের দিকে। চোখে পড়ছিল সাইকেলে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ভাঙছে, বাড়ি ফিরছে। সরকারি ও সরকার-পোষিত নানা স্কুলে পড়ে তারা, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে আসে, উচ্চমধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকদের জগত থেকে খানিকটা দূরে তাদের অবস্থান।

হয়তো স্বপ্ন দেখে আর্থ-সামাজিক উন্নতির চাকা ঘুরিয়ে এক দিন তারাও ঢুকে পড়বে উচ্চবিত্তের দলে। স্বাভাবিক বাসনা। এই বাসনা পূর্ণ করার জন্য তো পড়াশোনাই গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শুধু এই বাসনাই বা কেন! পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী এখনও পর্যন্ত সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলেই পড়ে। সেই স্কুলশিক্ষার ব্যবস্থাপনাকে পোক্ত করে তুললে এই বিপুল মানবসম্পদ কাজে লাগিয়ে অনেক সদিচ্ছা, অনেক বাসনাই পূর্ণ করা সম্ভব। অথচ অস্বীকার করার উপায় নেই, অবস্থা ভাল নয় স্কুলে যাচ্ছে, প্রাথমিক স্তর ডিঙিয়ে ফাইভ-সিক্সে উঠেও যাচ্ছে, কিন্তু বাংলা ভাষাটুকুও বহু ছাত্রছাত্রী ভাল করে লিখতে-পড়তে শিখছে না। কেন এই অবস্থা? আগে তো শিখত, এখন অসুবিধে কোথায়?

এর পিছনে অনেক কারণ, তা নিয়ে অনেক কথাও হয়েছে। বহু দিন ধরেই বহু অব্যবস্থা, গাফিলতি, ভুল নীতি ইত্যাদির ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। এর উপর সাম্প্রতিক কালে দুর্নীতির আঠারো ঘা এসে লেগেছে। ইতিমধ্যে আবার উতশ্রীর সুবাদে গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভাব আরও বেড়েছে গ্রামের স্কুল থেকে বদলি নিয়ে যাঁরা চলে গেলেন তাঁদের পরিবর্তে নতুন কেউ আসেননি, স্কুলগুলি আরও বিগতশ্রী হয়েছে। এই অবস্থা বদলানোর জন্য নানা দিক থেকে একটা বড় রকমের উদ্যোগ দরকার, সেটা এখন স্পষ্ট। তবে সেই উদ্যোগের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে ভাবা দরকার ছোটদের বই নিয়ে।

একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। ছোটদের জন্য প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক বইপত্র তৈরি হয়েছিল এক ধরনের সামাজিক পরিসরের কথা মাথায় রেখে, বেশির ভাগ শিশু যে পরিসর থেকে স্কুলে পড়তে আসত। সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা যখন শুরু হল, তার পর থেকে ছবিটা পাল্টেছে। অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণি থেকে শিশুরা পড়াশোনা করতে আসছে। তাদের জীবনের সঙ্গে প্রচলিত বইগুলির বিষয়বস্তু, ভাষাভঙ্গি, লিখনশৈলীর মিল কম, দূরত্ব বিরাট। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভাবা দরকার, কী পড়বে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা? কী ভাবেই বা পড়বে?

এর একটা উপায় হতে পারে বাংলা শেখানোর জন্য নতুন ভাবে বই তৈরি করা। অনেকে মিলে সে কাজ করা যেতে পারে। তৈরি করা যায় স্থানীয় স্তরেও। প্রাথমিক শিক্ষার পরিসরে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণি থেকে উঠে আসা শিক্ষার্থীদের উপর কোনও একটা এবং একটাই প্রাইমার-এর চাপ তৈরি না করে যদি নানা রকম প্রাইমার তৈরি করা যায়, তা হলে কাজটাও অনেক সহজ হয়, বাংলা শেখার সুবিধেও হয়। প্রমিত বাংলার পাশাপাশি নানা আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করারও চেষ্টা করা যেতে পারে। যে সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীরা থাকে সেই পরিবেশে বহুলপ্রচলিত শব্দগুলি প্রথমে সংগ্রহ করা যায়। সেই শব্দভান্ডার তৈরির সময় ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সাহায্য নেওয়া দরকার। তার পর সেই শব্দের প্রয়োগে গড়ে তোলা যেতে পারে বাংলা শেখানোর অন্য রকম বই।

একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। পুরুলিয়ার একটি জায়গা কুশটাঁড়। কুশ শব্দটি সুপরিচিত। টাঁড় শব্দটি প্রমিত বাংলায় প্রচলিত না হলেও একেবারে অপরিচিত নয়। টাঁড় শব্দের অর্থ মাঠ। কুশটাঁড় মানে ঘাসে ঢাকা মাঠ। পুরুলিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শেখানোর প্রাইমারে এই ধরনের আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার করা ভাল। একই কথা দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ধরনের শব্দের পাশাপাশি একই অর্থের প্রমিত বাংলা শব্দটিও নিশ্চয়ই শিশুদের জানা দরকার। প্রাইমারগুলি ক্লাসে পড়ানোর সময় শিক্ষকেরা সেগুলি সহজেই শিখিয়ে দিতে পারবেন।

বিকল্প বই: একটি পাতা

শুধু তো শব্দ নয়, শব্দের বিন্যাসে বাক্যটি কী ভাবে গড়ে ওঠে সেটি শিশুদের শিখিয়ে দেওয়া চাই। বার বার পড়া আর অভ্যাস করার জন্য ছোট ছোট পাঠ তৈরি করে নেওয়া যায়। একটা-দুটো নয়, অনেক। চটজলদি উদাহরণ হিসাবে বিকল্প বইয়ের যুক্তাক্ষরবিহীন একটি পৃষ্ঠার নমুনা আপাতত দেওয়া যাক। প্রাথমিক অক্ষরপরিচয় হয়েছে এমন শিশুদের জন্য তৈরি এই পাতার বিষয়: সাইকেল। এই দ্বিচক্রযানটি কলকাতার বাইরে বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষার্থীদের নিত্যসঙ্গী, তাদের স্বাধীনতার অবলম্বন।

"সাইকেল। সাইকেলটা কালো। কালো সাইকেলটা বাবার। বাবার কালো সাইকেলটা ভাল। বাবা কালো-ভাল সাইকেলে মাঠে যায়। আমিও মাঠে যাব। বাবা নিয়ে যাবে। বাবার সাইকেলের পিছনে বসে আমি মাঠে যাব। মাঠে রোদ-জল- আলো। রোদ-জল-আলো ভাল। সকালের রোদ নরম। দুপুরের রোদ গরম। আমি সকালেই যাব। দুপুরে বাড়ি ফিরে ভাত খাব।"

নানা ভাবেই এই অনুচ্ছেদটির পাঠ দেওয়া যায়। যেমন, শিক্ষক যদি কম্পিউটারের সাহায্যে উপযুক্ত ছবি দিয়ে প্রতিটি পাতায় বড় হরফে একটি করে বাক্য বসিয়ে স্ক্রিনে দেখাতে পারেন, ভাল হয়। না হলে শিশুদের হাতে প্রিন্ট দেওয়া যেতে পারে। এক-একটি প্রিন্ট দু'-তিন জন এক সঙ্গে পড়তে পারে, তাতে হয়তো একটা অন্য মজা তৈরি হবে। নিদেনপক্ষে বাক্যগুলি বোর্ডে, স্লেটে বা খাতায় লেখানো যায়। কোনও বাক্যে ক্রিয়া নেই, কোনও বাক্যে আছে। একই শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তির যোগ দেখানো আছে; যেমন, সাইকেলটা, সাইকেলের। আবার, কর্তা অনুসারে একই ক্রিয়ার নানা রূপ দেওয়া হয়েছে: যায়, যাবে। কিছু কিছু শব্দের বিশেষ প্রয়োগ আছে; যেমন, নরম রোদ। ছাত্রছাত্রীদের এগুলি খেয়াল করতে ও ভাবতে বলা যায়। সে জন্য পাঠের শেষে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, (১) খেয়াল করো: আমি যাব। আমি খাব। বাবা যায়। বাবা যাবে। সাইকেলটা। সাইকেলে। সাইকেলের। (২) মনে রাখো: নরম আলো। নরম জামা। ভাল মেয়ে। ভাল কথা। ভাল ছেলে। ভাল বই। আবার, কিছু বিকল্প শব্দের কথা খেয়াল করানো যায়। যেমন, (৩) বিকল্প: আব্বার সাইকেল। জল মানে জল।

শুধু পড়া নয়, এগুলির অনুসরণে ছাত্রছাত্রীদের মুখ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ ও বাক্য বলিয়ে নেওয়া দরকার। "নরম আলো" পড়ে কোনও শিশু যদি বলে "নরম মন", তা হলে তো দারুণ হয়! আর, যদি কেউ বলে "নরম আঁধার", তা হলে তো "না, আঁধারের আগে নরম হয় না" বলে তাকে খারিজ করে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, বরং এমন একটা কথা ভাবতে পারার জন্য বিশেষ তারিফ করা যেতেই পারে। বিকেলের চৌকাঠ ডিঙিয়ে গ্রামের মাঠগুলি যখন আঁধারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই ঘন আঁধারের আগে যা এল তা তো নরম আঁধারই বটে!

নিজের ভাষা নিয়ে এমন খেলার সুযোগ মিললে, কিংবা নিজের পরিবেশের শব্দ বসাতে পারলে ছাত্রছাত্রীদের কল্পনা আর ভাষার ভিত পোক্ত হয়ে উঠবে। তারা হয়তো যা শেখানো হল তাকে ব্যবহার করে, কিন্তু তার গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে বলবে: "আমাদের কালো সাইকেল ভাল লাগে না। আমাদের লাল-নীল সাইকেল চাই।" সেই বাক্যগুলি তখন প্রাইমারে ঢুকিয়ে নেওয়া যাবে। এই রকম নতুন প্রাইমারের পাতাগুলি, এক জন নয়, সবাই মিলে খেলতে খেলতে ভাবতে ভাবতে ভরিয়ে তুলতে পারি আমরা। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া বাংলা ভাষার নামজাদা সাহিত্যিকদের লেখা প্রাইমারের পাশাপাশি সগৌরবে থাকবে আমাদের সকলের তৈরি করা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পাঠ। চেষ্টা করলে প্রাথমিকে বাংলা ভাষা শেখানোর আনন্দদায়ক নতুন উদ্যম তৈরি করা সম্ভব বইকি। পুরুলিয়া থেকে শান্তিনিকেতন আমাদের বাংলা ভাষা শেখা ও শেখানোর জন্য অনেক কিছু করার আছে।

শেষে বিধিসম্মত সতর্কীকরণ। এক বারও বিদ্যাসাগর কিংবা রবীন্দ্রনাথকে বাতিল করার কথা বলছি না। বরং, প্রাথমিক স্তরে এ ভাবে বাংলার ভিত পোক্ত হলে কিছু দিনের মধ্যে দেখা যাবে, শিশুরা নিজেরাই আনন্দ করে বর্ণপরিচয় আর সহজ পাঠ পড়তে বসছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

27-07-26.pmd 1 28-07-2026, 00:26

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, লেম্বুছড়া থেকে আমতলী (কুড়িপুকুর) পর্যন্ত বাইপাস যে জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে, তাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু এখনো অনেকে উপযুক্ত কাগজপত্র সহ জমি অধিগ্রহনের জন্য নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের রাশি (অর্থ) গ্রহণ করেননি।

অতএব, নিম্নবর্ণিত মৌজার ব্যক্তিবর্গকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন উল্লেখিত অর্থ সংগ্রহের জন্য আগামী ৩১/০৭/২০২৬ ইং তারিখের মধ্যে উপযুক্ত কাগজপত্র সহ নিজ নিজ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকাল নির্ধারিত সময়ের পর কোনো রকম দাবি অথবা আবেদন ৬.০০টার মধ্যে উপস্থিত হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে কাগজপত্র দাখিল করেন

গ্রহণযোগ্য হবে না।

যারা এখনো ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করেননি, তাদের তালিকা মৌজা অনুসারে নিম্নে প্রদান করা হলো :-

মৌজার নাম	মহকুমা শাসকের কার্যালয়েরনাম
ঈশান চন্দ্র নগর, সিট নং ১,২ অং	সদর

Statement showing the unclaimed amount in connection with Western Bye-pass Road Stretch from Lembucherra to Amtali section

1. Mouja: Ishan Chandra Nagar, Sheet No. 1/p

Sl.No	Apptt. Sl. No.	Sub-Division	Name of Awardee	Plot No.	Nature of Compesation
1	11	Sadar	Radharani Biswas W/o Ananda Mohan Biswas of Ballabpur	368/p	Land
2	14	Sadar	Man Mohan Roy S/o Kanai Roy of Ballabpur	373/p	Land
		Sadar		374/p	Land
		Sadar		364/p	Land
		Sadar		387/p	Land
		Sadar		322/p	Land
3	19	Sadar		410/p	Land
4	21	Sadar	Gouranga Ch. Roy Nitai Ch. Roy of Sonatan Roy of Ballabpur	420/p	Land
5	22	Sadar	Jagabandhu Sarkar S/o Banamali Sarkar, Nabadwip Ch. Sarkar S/o Kailash Ch. Sarkar of IC Nagar	422/p	Land
6	23	Sadar		423/p	Land
7	27	Sadar	Chakradhar Sarkar S/o Alanga Mohan Sarkar of Amtali	173/p	Land
8	31	Sadar	Mintu Chandra Roy, Sudhan Ch. Roy, Pintu Chandra Roy S/o Sumati Ch. Roy	185/p	Land
9	38	Sadar	Haralal Sarkar S/o Prakash Chandra Sarkar of IC Nagar	132/p	Land
10	39a	Sadar	Subir Sarkar S/o Harendra Sarkar of IC Nagar	157/p	Structures

2. Mouja: Ishan Chandra Nagar, Sheet No. 2/p

Sl.No	Apptt. Sl. No.	Sub-Division	Name of Awardee	Plot No.	Nature of Compesation
1	4	Sadar	Balaram Sarkar S/o Kashinath Sarkar & others	3560/p	Land
2	6	Sadar	Sashi Mohan Sarkar S/o Bhuban Ch. Sarkar of Nischintapur	3567	Land
3	9	Sadar	Haridhan Bhowmik, Rakhal Bhowmik, Gouranga Bhowmik, Supriya Bhowmik S/o & D/o Upendra Bhowmik, Magnabashi Bhowmik W/o Upendra Bhowmik	3521/p	Land
		Sadar		3111	Land
		Sadar		3538/p	Land
4	19	Sadar		3539/p	Land
5	10	Sadar	Jogesh Chandra Bhowmik S/o Bharat Chandra Bhowmik of Nishchitapur	3522/p	Land
	17	Sadar		3533/p	Land
6	16(i)	Sadar	Kiran Bhowmik W/o Lt. Jogesh Ch. Bhowmik & others	3529/7177	Land
7	27	Sadar	Nikunja Bihari Bhowmik S/o Bharat Chandra Bhowmik of Nischintapur	2945/p	Land
8	28	Sadar	Manada Bhowmik W/o Mukunda Bhowmik, Minati Roy W/o Surendra Roy, Mamata Debnath W/o Haripada Debnath, Namita Bhowmik S/o Mukunda Bhowmik, Sagari Bala Bhowmik W/o Murari Mohan Bhowmik, Umesh Ch. Bhowmik S/o Harish Chandra Bhowmik, Lal Mohan Bhowmik S/o Lalit Mohan Bhowmik, Birendra Ch. Bhowmik S/o Dinabandhu Bhowmik, Tarani Bhowmik S/o Alanga Mohan Bhowmik, Subal ch. Bhowik, Sukumar Bhowmik, Raj Kumar Bhowmik, Dilip Bhowmik, Dulal Bhowmik, Amritlal Bhowmik S/o Baikuntha Ch. Bhowmik, Nirala Bhowmik W/o Baikuntha Bhowmik of Nischintapur.	3141/p	Land
		Sadar		3137/p	Land
		Sadar		3138/p	Land
9	29	Sadar	Sagari Bala Bhowmik W/o Murari Mohan Bhowmik, Tarani Mohan Bhowmik, Tarini Mohan Bhowmik S/o Alanga Mohan Bhowmik, Subal Ch. Bhowmik, Raj Kumar Bhowmik Sukumar Bhowmik, Dilip Bhowmik Dulal Bhowmik, Amrit Lal Bhowmik S/o Baikuntha Ch.	2944/p	Land
		Sadar	Bhowmik, Nirala Bhowmik W/o Baikuntha Ch. Bhowmik, Manada Bhowmik W/o Mukunda Ch. Bhowmik, Minati Roy W/o Surendra Roy, Mamata Debnath w/o Haripada Debnath, Namita Bhowmik D/o Mukunda Bhowmik of IC Nagar.	2946/p	Land
10	30	Sadar	Dayal Sarkar, Tarachand Sarkar S/o Baidya Nath Sarkar of Nischintapur	2943/p	Land
11	33	Sadar	Kshirod Sarkar S/o Balaram Sarkra of Nischintapur	2879/p	Land
		Sadar		2894/p	Land
12	38	Sadar	Umesh Chandra Bhowmik S/o Ram Sundor Bhowmik of Madhabpur	2891/6628	Land
		Sadar	Thakur Chand Bhowmik S/o Ramsundar Bhowmik of Madhabpur.	2891	Land
13	40	Sadar	Krishnadhan Sarkar S/o Kalicharan Sarkar of IC Nagar	2893/p	Land
		Sadar		2916/p	Land
		Sadar		2917/p	Land
14	41	Sadar	Narayan Ch. Bhowmik S/o Jogesh Ch. Bhowmik of IC Nagar	2889	Land
15	45	Sadar	Manmohan Kapali, Palai Kapali, Malay Kapali S/o Laxman Ch. Kapali of Madhupur	2899/p	Land
16	50	Sadar	Hiralal Chowdhury, Nandalal Chowdhury, Hrup Lal Chowdhury, Dilip Chandra Chowdhury S/o Palai Chandra Chowdhury of Paschim Durgapur	2721/p	Land
17	53	Sadar	Manmohan Roy S/o Kangali Mohan Roy, Sarojni Sarkar W/o Abani Mohan Sarkar, Minati Bala Chowdhury W/o Dinesh Ch. Chowdhury of IC Nagar	2071/p	Land
18	54	Sadar	Jadab Ch Roy, Rabindra Ch Roy, Jatindra Ch. Roy, Bikash Ch. Roy S/o Jogesh Ch. Roy, Sachi Rani Roy W/o Jogesh Ch. Roy	2020/p	Land
19	58	Sadar	Radha Charan Chowdhury & others	2054/p	Land
20	59	Sadar	Ratan Ch. Sarkar, Jagadish Sarkar, Nitai Ch. Sarkar S/o Manindra Chandea Sarkar of IC Nagar	2070/p	Land
21	61	Sadar	Rajendra Chandra Bhowmik S/o Ram Sundar Bhowmik of Madhupur	2084/6720/p	Land
22	63	Sadar	Manika Biswas Chowdhury W/o Amrit Chowdhury of Madhabpur	2032/p	Land
23	68	Sadar	Ananga Mohan Roy S/o Rajani Kanta Roy of IC Nagar	2023/p	Land
24	71	Sadar	Tarani Mohan Roy S/o Jogendra Ch. Roy	1949/p	Land
	73	Sadar		1952/p	Land
		Sadar		1953/p	Land
25	74(1)	Sadar	Sujit Chowdhury S/o Indrajit Chowdhury	1909/8575/p	Land
26	74(2)	Sadar	Sandhya Sarkar (Bhowmik) W/o Rati Ranjan Bhowmik, Sugam Bhowmik, Ranisha Bhowmik S/o & D/o Rati Ranjan Bhowmik	1909/8703	Land
27	74(3)	Sadar	Mati Ranjan Bhowmik S/o Balaram Bhowmik	1909/8697	Land
28	74(4)	Sadar	Satya Ranjan Bhowmik S/o Bala Ram Bhowmik	1951, 1934, 1942	Land
29	75	Sadar	Usha Ranjan Bhowmik S/o Balaram Bhowmik & others	1946/p	Land
		Sadar		1941/p	Land
		Sadar		1933/p	Land
30	76	Sadar	Sudhan Roy S/o Dwarika Nath Roy and others	1943/p	Land
31	77	Sadar	Man Mohan Chowdhury, Mukunda Chowdhury S/o Dhuni Chand Chowdhury of Nischintapur	1931/p	Land
		Sadar		1924	Land
		Sadar		1923/p	Land
		Sadar		2140/p	Land
		Sadar		2141/p	Land
32	78	Sadar		1921/p	Land
33	83	Sadar	Biswajit Sarkar S/o Kshetra Mohan Sarkar & others	1635/p	Land
	84	Sadar		1591/p	Land
34	85	Sadar	Ashutosh Sarkar S/o Dhananjoy Sarkar of IC Nagar & others	2697/p	Land
35	86	Sadar	Gobinda Ch Bhowmik S/o Nabadwip Chandra Bhowmik of Nischintapur	2692/p	Land
36	89	Sadar	Kshirod Sarkar S/o Balaram Sarkra of Nischintapur	3553/p	Land

S/d

ICA/D-654/26

ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক, (অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমহর্তা)
জেলাশাসক ও সমহর্তার কার্যালয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

Short Notice Inviting Tender (SNIT)

On behalf of the Governor of Tripura, an SNIT has been invited by the Padmabil R.D Block. Khowai Tripura from reputed manufacturing firms/authorized distributors/suppliers/ dealers/ retailers for Supply of 274 nos. Stationary Items for office use of Padmabil R.D Block for **2026-27 FY.**

The last date of submission of quotation is up to 03/08/2026 03.00 pm from 23/07/2026. The specifies of the SNIT may be seen at the BDO, Padmabil Office Notice Board and can be collected in person from the office of the Block Development Officer, Padmabil R.D Block, Khowai Tripura (Nazir Section) on any working days between 10.00 am and 3.00 pm.

The Bidders are to submit all documents and Earnest money of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand) only along with the tender copy (amount to be submitted in the shape of DD/Cheque in favour of "The Block Development Officer, Padmabil RD Block, Khowai Tripura" drawn on any Nationalized Bank of India & payable at TGB, Padmabil Branch, Khowai Tripura). Registration of the Firm/Shop (Photo Copy), PAN Card (Photo Copy), GST Registration (Photo Copy), Tax Clearance (Photo Copy), AADHAAR Card (Photo Copy), Trade License (Photo Copy) etc. as the evidence of valid bidder any incomplete Tender will summarily be rejected. The tender box will be kept open for dropping tender by the intending Tender/Bidders in the chamber of the undersigned from 23/07/2026 to 03/08/2026 (between 10.00 AM to 03.00 PM in working days only) and the box will be opened on 03/08/2026 at 03.30 PM (if possible). The Bidders/Tenderer are requested to remain present during the tender opening.

Block Development Officer, TCS, Gr-II
Pamabil R.D. Block
Khowai, Tripura

ICA/C-1349/26

NIT NO: e-PNIT-12/EE/RDD/STC/2026-2027 Dated:-Approve Date
The Executive Engineer, R.D Satchand Division, Sabroom, South Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 11:00 A.M. of 03/08/2026 for 01 (One) material procurement. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M-8414936533. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Satchand Division
Sabroom, South Tripura

ICA/C-1362/26

দাবিহীন পুরুষ মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref: West Agartala PS UD Case No-2026 WAG 046, dt:24/07/2026 U/S 194 BNSS.

পাশের ছবিটি অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ মৃতদেহ (বিকাশ নায়েক, বয়স প্রায় ২৫ বছর) উচ্চতা- ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। গায়ের রং- শ্যামলা, পরনে-কালো হাফ প্যান্ট ও টি-শার্ট গত ২৩-০৭-২০২৬ ইং সকাল ১১টা ৩০ মিনিট অসুস্থ অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় গত ২৪-০৭-২০২৬ ইং তারিখের ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটে মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরণ করার জন্য। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন মৃতদেহের দাবি করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহের সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার (পঃত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩। পশ্চিমআগরতলা থানা - ০৩৮১-২৩৮-৫৭৬৫

ICA/D-651/26

Sd/
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 08/EE-JRN/PWD/2026-27 Dated: 23-07-2026

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 06-08-2026 for the following work:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	Construction of Bypass Road from Gate No-1 (Jirania/Main Gate) to Gate -2 (Shankar Bazar Gate) (L= 0.80 Km) at NIT Agartala (2nd Call). DNIe-T No:80/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2025-26	4,25,68,779.96	8,51,376.00	240 Days	Appropriate Class

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 24-07-2026 to 06-08-2026.
Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 06-08-2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 06-08-2026 up to 15.30 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in.
Class of tenderer :- Appropriate Class.
Bid Fee: Rs. 8,000 (Rupees Ten Thousand) Only each, Non refundable
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Governor of Tripura

ExecutiveEngineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura eejirania@gmail.com

ICA/C-1347/26

The Executive Engineer, NH Division PWD, Baikhora, Santirbazar, South Tripura invites sealed tenders vide PNIT No.02/EE/NH/DIVN/PWD/BKR/2026-2027 dated 21-07-2026 for hiring of 03(Three) nos. vehicles M&M Bolero /Scorpio) for the offices mentioned below

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	Hiring of vehicle 1 (one) M & M (Bolero 2025), (Preferably white), in good working condition with commercial registration of the vehicle along with 1(one) driver, fuel, lubricant etc. for the use of the Sub-Divisional Officer, Rs. 4,99,200/- PMGSY Sub-Division, Udaipur, Gomati Tripura during the year 2026-27 (Period of 216 days) excluding Govt. holidays. **DNI No. 02/EE/NH/DIVN/PWD/BKR/2026-2027**	Rs. 4,99,200	Rs. 9,984	216(Days)
2	Hiring of vehicle 1(one) M & M (Bolero 2025), (Preferably white), in good working condition with commercial registration of the vehicle along with 1(one) driver, fuel, lubricant etc. for the use of the Sub-Divisional Officer, NH Sub-Division PWD, Baikhora, South Tripura during the year 2026-27 (Period of 240 days) excluding Govt. holidays. **DNI No.03/EE/NH/DIVN/PWD/BKR/2026-2027**	Rs. 5,14,176	Rs. 10,284	240(Days)
3	Hiring of vehicle 1(one) M & M (Bolero/Scorpio, 2025), (Preferably white), in good working condition with commercial registration of the vehicle along with 1(one) driver, fuel, lubricant etc. for the use of the Executive Engineer, NH Division PWD, Baikhora, South Tripura during the year 2026-27 (Period of 240 days) excluding Govt. holidays. **DNI No. 04/EE/NH/DIVN/PWD/BKR/2026-2027**	Rs. 5,14,176	Rs. 10,284	240(Days)

Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour w.e.f. 21-07-2026 to 05-08-2026 and last date of dropping of tenders is 05-08-2026 up to 3:00pm.

For details please see tender notice Board & Visit websites

i) www.tripura.nic.in or ii) www.tripurainfo.com or iii) www.tenders.gov.in or iv) www.tsu.trp.nic.in/tender

For and on behalf of the Governor of Tripura

(Er. Sena Charan Jamatia)
Executive Engineer
NH Division PWD, Baikhora
Santirbazar, South Tripura.

ICA/C-1354/26

PNIeT-11/E.E/Div-IV/AMC/26-27 Date:23/07/2026

Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works:

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at application	Class of Bidder
1	DNIe-T No:25/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_74921_1	Rs. 6,05,787	Rs. 12,116	60(Sixty) Days	31/07/2026 Time 15.00 Hrs	31/07/2026 Time 16.00 Hrs (If Possible)	https://tripuratenders. gov.in	Enlisted Contractor/ Appropriate Clas
2	DNIe-T No:29/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_74925_1	Rs. 7,67,310	Rs. 15,346					
3	DNIe-T No:30/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_74927_1	Rs. 6,96,982	Rs. 13,940					
4	DNIe-T No:31/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_74929_1	Rs. 17,12,429	Rs. 34,249					
5	DNIe-T No:32/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_74930_1	Rs. 11,86,758	Rs. 23,735					

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.

NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e- procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P. W. Division No-IV
Agartala Municipal Corporation

কার্গিল বিজয় দিবসে জোলাইবাড়ীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা ও মৌন মিছিল, বীর শহিদদের স্মরণে আবেগঘন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই: কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরার ৩৮ নং জোলাইবাড়ী মণ্ডলের উদ্যোগে কার্গিল যুদ্ধে আত্মবলিদানকারী বীর শহিদদের স্মরণে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা ও মৌন মিছিলের আয়োজন করা হয়। দেশমাতৃকার সুরক্ষায় জীবন উৎসর্গকারী বীর সেনানীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, জোলাইবাড়ী মণ্ডল সভাপতি সুজিত দত্ত, জোলাইবাড়ী যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রাজীব বিশ্বাস, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা যুব মোর্চার সদস্য সুদীপ গোপ, জোলাইবাড়ীর প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি তমাল বৈদ্যসহ মণ্ডলের অন্যান্য পদাধিকারী, নেতা ও কর্মীরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কার্গিলের বীর শহিদদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পরে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর একটি মৌন মিছিল জোলাইবাড়ী শহরের বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা দেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্য এবং বীর সেনানীদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানানোর বার্তা তুলে ধরেন।শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অসীম সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় বীর সেনানীদের অবদান ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁদের আত্মত্যাগ আগামী প্রজন্মকে দেশপ্রেম, কর্তব্যবোধ এবং জাতীয় সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবে বলেও বক্তারা উল্লেখ করেন।অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলে কার্গিলের অমর বীর শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের আত্মত্যাগকে চিরস্মরণীয় করে রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। দেশরক্ষায় জীবন উৎসর্গকারী সকল বীর সেনানীর প্রতি জানানো হয় গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ও সশ্রদ্ধ প্রণাম।

মরাছড়ায় মেগা স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৭ জুলাই: প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানের অংশ হিসেবে সোমবার কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত মরাছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি বিনামূল্যের মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। মরাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং দুর্গা চৌমুহনী আর.ডি. ব্লকের সহযোগিতায় এই স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।কাল থেকেই এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিপুল সংখ্যক মানুষ স্বাস্থ্যশিবিরে ভিড় জমান। প্রবীণ, নারী, শিশু ও যুবক-যুবতীরা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ গ্রহণের সুযোগ পান।স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দুর্গা চৌমুহনী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নারায়ণ দেবনাথ, মরাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্মৃতি দেব, মরাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ডা. শুভজিৎ মোদকসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা।উপস্থিত অতিথিরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই উদ্যোগ।

যুবমোর্চার

● প্রথম পাতার পর

চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ গণতন্ত্রের একটি স্বীকৃত অধিকার হলেও কারও ব্যক্তিগত বাসভবনে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, কংগ্রেস ও সিপিআই(এম) যৌথভাবে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে। পাশাপাশি বিরোধী দলনেতার সমালোচনা করে তিনি দাবি করেন, অতীতেও তিনি একাধিকবার পুলিশ ও প্রশাসনের ঊর্ধতন আধিকারিকদের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করেছেন।

যুব মোর্চার রাজ্য সহ-সভাপতি ভিকি প্রসাদ বলেন, ত্রিপুরার মানুষ বারবার কংগ্রেস ও সিপিআই(এম)-কে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁর অভিযোগ, সাম্প্রতিক বিক্ষোভ কর্মসূচিও রাজ্যের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করার একটি অপচেষ্টা। তিনি দাবি করেন, ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে পুলিশ ইতোমধ্যেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করেছে। স্মারকলিপিতে বিক্ষোভে জড়িত সকলের বিরুদ্ধে, তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে, দ্রুত গ্রেপ্তারি ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। বিজেওয়াইএম নেতাদের বক্তব্য, রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির যেকোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবে এবং শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর থাকবে।

প্রদেশ বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

মতো ঘটনাগুলির উল্লেখ করে বলেন, এগুলি সেই সময়ের শাসনব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি।

সুদীপ রায় বর্মণকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে রণজিৎ দাস বলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। তাঁর অভিযোগ, সুদীপ রায় বর্মণ বারবার রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করেছেন। কংগ্রেস আমলে সিপিআই(এম) কর্মীদের হত্যা, আবার সিপিআই(এম)-এর শাসনামলেও রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও সিপিআই(এম)-এর সমঝোতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি দুই দলকেই কটাক্ষ করেন।

প্রয়াত আইপিএস কর্মকর্তা অনুরাগ ধ্যানকরের প্রসঙ্গে রণজিৎ দাস বলেন, কয়েক দিন আগেও মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের সাম্প্রতিক কয়েকটি বহুল আলোচিত ঘটনাও তুলে ধরেন বিজেপি নেতা।

মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন সংলগ্ন এলাকা থেকে কঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনা, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেলকে মারধরের অভিযোগ এবং একটি ইটভাটা থেকে অস্ত্র উদ্ধারের মতো বিষয় নিয়েও তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর অভিযোগ, এসব ঘটনাকে ভুলে গিয়ে বিরোধীরা সমাজে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে রণজিৎ দাস বলেন, রাজ্য সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। বিরোধীদের বিভ্রান্তিকর প্রচারের বদলে তথ্যভিত্তিক রাজনীতি করার আহ্বান জানান তিনি।

অটো চালককে শোকজ

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে পরিবহন দপ্তর পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপারকে চিঠি দিয়ে দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে। পাশাপাশি অভিযুক্ত যানবাহনের নিবন্ধন, পারমিট ও চালকের লাইসেন্সের বিরুদ্ধে মোটরযান আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনার জন্য বলা হয়েছে।

এদিকে, অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা বিবেচনা করে টিআর -০১-কে- ২৩৬৫ এবং টিআর -০১ - এফ- ২৯৮৮ নম্বরের দুই অটোরিকশার চালকের নামে পৃথক শোকজ নোটিশ জারি করেছে পরিবহন দপ্তর। নোটিশে দুই দিনের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলসহ প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘটনাটি সামনে আসার পর এমবিবি বিমানবন্দরে যাত্রী নিরাপত্তা, অ্যাপভিত্তিক পরিবহণ পরিষেবার নির্বিঘ্ন পরিচালনা এবং অবৈধ দাদাগিরি রোধে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এখন তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ ও পরিবহন দপ্তর কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

আটক যুবক

● প্রথম পাতার পর

বর্তমানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।খোয়াই মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) মিনা দেববর্মা জানান, ধৃতের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক আইনি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তাকে আদালতে পেশ করা হবে এবং তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি ঘটনাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে। তদন্ত শেষ হওয়ার পর আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। তাঁর সেই স্ত্রী মারা গিয়েছেন। পরিবারের দাবি, সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে কারও কোনও ঝগড়া-বিবাদ বা বিরোধ ছিল না।খবর পেয়ে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও পুলিশের তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় লাউগাং বড়ুয়া পাড়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দুই নেতা বহিস্কৃত

● প্রথম পাতার পর

নেওয়া হয়েছে বলে দলের পক্ষ থেকে জারি করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পদ্মলোচন ত্রিপুরা-র বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলার চরম লঙ্ঘন, একাধিকবার সতর্ক করা সত্ত্বেও দলবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দলের ভাবমূর্তি ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী প্রচার চালানোর অভিযোগ রয়েছে।

এসব অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে অবিলম্বে দলের সব দায়িত্ব ও সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

এছাড়া দেবাশীষ সাহা (ওরফে বড় কানাই), ৮-টাউন বড়দোয়ালি মণ্ডলের অন্তর্গত ১৬ নম্বর বুথের সদস্য, দলবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিজেপি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, দলের স্বার্থ, আদর্শ এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলাই সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়। কোনো ব্যক্তি বা পদ সংগঠনের ঊর্ধ্বে নয়। ভবিষ্যতেও কেউ যদি দলীয় শৃঙ্খলা, আদর্শ ও সাংগঠনিক নীতির পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন, তবে দলীয় সংবিধান অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধেও কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এক ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে ধর্মনগর দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে অংশ নেন। দুর্ঘটনায় স্কুটিচালক প্রণয় ত্রিপুরা এবং আরোহী অনুপম সোনোয়ালও আহত হন। তাঁদেরও ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

ঘটনার পর পুলিশ স্কুটিটি আটক করে একটি মামলা রুজু করেছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।এদিকে, এই দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিকল্প জাতীয় সড়কের দীর্ঘদিনের বেহাল অবস্থা, পর্যাপ্ত ট্রাফিক নজরদারির অভাব এবং বেপরোয়া গতির যানবাহনের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলেই একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে সড়ক সংস্কার, গতিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আরও জোরদারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কম খরচে সুষম খাদ্য

আজ আমাদের জীবন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলছে। একদন্ড বিশ্রামের অবকাশ নেই। ফলে নিজেকে সুস্থ রাখাটাই আজ একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে অল্প বয়স থেকেই আমরা ভারতীয়রা অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় বেশি সমস্যায় ভুগি। এর একটি বড় কারণ হতে পারে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস। তাছাড়া ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি যেভাবে ভারতকে নিংড়ে নিচ্ছে তাতে কম খরচে পুষ্টিকর খাদ্য পরিকল্পনা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষেরনুন আনতে পান্তা পুরাচ্ছে। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ থাকাটা অত্যন্ত জরুরি, বিশেষয করে আজকের দিনে প্রয়োজন কম খরচে সুস্থ থাকা।

সুষম খাদ্য ব্যালান্সড ডায়েট বলতে বোঝায় এমন কয়েকটি খাদ্য সমষ্টি বা খাদ্যাভ্যাস যা আমাদের শরীরের নিত্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করতেপারে, বিভিন্ন রোগকে প্রতিহত করার বা সারিয়ে তুলতে পারে এবং একই সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। আমাদের দেহে প্রতিদিন কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সাধারণত ২২০ কিলো ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয়। তবে যারা অধিক কায়িক পরিশ্রম করেন তাদের ক্ষেত্রে এই ক্যালরির মাত্রা ৩০০ কিলো ক্যালিরি হওয়া উচিত। আবার একইভাবে যারা বি শেষ একটা পরিশ্রম করেন না তাদের শরীরে প্রতিদিন ১৬০০ কিলো ক্যালরি শক্তি যথেষ্ট। এই কালরি মাত্রার সঙ্গে শরীরের কোষ কলা ইত্যাদির ক্ষয় রোধের জন্য খাদ্যে ক্যালরি এবং প্রোটিনের অনুপাত সুষমভাবে বজায় রাখাটা জরুরি। তাছাড়া খাদ্য সমানুপাতিক হারে জল, স্নেহজাতীয় পদার্থ, তন্তুজ পর্দার্থ, ভিটামিন, খনিজ পুষ্টি, উৎসেচক পদার্থ এবং আরো কিছু সক্রিয় জৈব উপাদান বা বায়ো অ্যাকটিভ জাতীয় পদার্থগুলির উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণ আজে অনেকেই হয়ত নিয়মিত মাছ এবং মাংসকে খাদ্য তালিকার বাইরে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। বিভিন্ন ফলের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। যে কোনো মরশুমেই বাজারের প্রথম আসা ফল এবং সবজিগুলির দাম অত্যন্ত বেশি থাকায় সেগুলোকে এড়িয়ে চলা যেতে পারে। কিছুদিন পরে দাম কমলে সহজেই আবার কিনে ফেলা যায়। আবার চাহিদার তুলনায় যোগান কম হলেও বাজারে শাক সবজির দাম বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে পেঁয়াজ বা আলুর ক্ষেত্রে এই সমস্যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কম খরচে সুষম খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করাযায় এই পদ্ধতি পরিকল্পনায় বিষয়টি নির্ভর করে কোনো নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং ব্যক্তির জীবনযাপনের গুণগত মানের ওপর। তাছাড়া দেখতে হবে যে উক্ত সুস্বাদু এবং সুষম খাবার তৈরি করবার ক্ষেত্রে সাধারণ কিছু পদ্ধতি সকলেই অনুসরণ করতে পারেন। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি দানা শস্য না খেয়ে বিভিন্ন ধরনের দানা শস্যের মিশ্রণ খাওয়াটা অনেক বেশি পুষ্টিকর। যেমন প্রতিদিন শুধুমাত্র ভাত না খেয়ে খাদ্য তালিকায় জোয়ার বাজরা, গম রাগি ইত্যাদি মিশ্রণে ডালিয়া, খিচুড়ি, বা রুটি খাওয়ার অভ্যাস করলে দেহ অনেক বেশি পুষ্টিলাভ করতে পারবে। কম খরচে এই খাদ্য তালিকায় সয়াবিন, রাজমা, কলাইয়ের ডাল, অড়হর ডাল, ছোলা ইত্যাদি প্রোটিন সমৃদ্ধ উপাদানগুলি মিশিয়ে নিলে ক্যালরি প্রোটিনের ঘাটতি পূরণে কোনো অসুবিধা হবে না। পরোটা এবং লুচির ক্ষেত্রে ময়দার পরিবর্তে আটা ব্যবহার করলেও বেশ কিছুটা সাশ্রয় করা সম্ভব।

আবার আটা,, ময়দা বা বাসমতি চালের ক্ষেত্রে প্যাকেটের থেকে খোলা বাজারে দাম অনেক সস্তা হয়।তাছাড়া খাদ্য সমানুপাতিক হারে জল, স্নেহজাতীয় পদার্থ, তন্তুজ পর্দার্থ, ভিটামিন, খনিজ পুষ্টি, উৎসেচক পদার্থ এবং আরো কিছু সক্রিয় জৈব উপাদান বা বায়ো অ্যাকটিভ জাতীয় পদার্থগুলির উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

এই খাদ্য তালিকায় অবশ্যই ৫০ গ্রামের অতি স বুজ উপাদানে ভরপুর একটি সবজির পদ যোগ করলে শরীরে ভিটামিন এ লোহা এবং ফ লিক অ্যাসিডের মাত্রা বজায় রাখা সম্ভব। এই সবজির তালিকায় মেথি শাক, পালং শাক, ধনেপাতা সজনে ডাঁটা ইত্যাদির উপাদানগুলিকে রাখা যেতে পারে।

শরীরের দৈনন্দিন চাহিদা মতে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি সরবরাহের জন্য কম খরচে পাকা কলা, পেঁপে এবং পেয়ারা খুবই উপযোগী। এই ফলগুলো সহজলভ্যও বটে। এই তালিকায় ডুমুর, কতবেল, করমচা, বেল, থোড়, মোচা ইত্যাদি পদগুলি উপাদেয়।

দেহের চাহিদা অনুযায়ী উচ্চমানের প্রোটিনের জন্য অন্তত ১৫০ মিলিলিটার দুধ খাওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া দুধ শরীরে ভিটামিন বি ১২, রাইভোফ্লাবিন এবং ক্যালশিয়ামের যোগান বাড়াতে সাহায্য করে। চা, কফি বা লস্যির মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় দুধের মাত্রা খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এক চামচমধু সহযোগে দুধ পান করলে তা দেহের শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

আমাদের শরীরের সৌন্দর্য, উজ্জ্বলতা এবং বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় র াসায়নিক সংকেত দ্বারা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির পরিচালন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আহার তালিকায় অন্তত ১০গ্রাম ভোজ্য তেল রাখা উচিত এই তেল শরীরে অতিরিক্ত শক্তি সংরক্ষণে সাহায্য করে। তাছাড়া প্রয়োজনুসারে অত্যাবশকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড সরবরাহের কাজে অ্যাসিডগুলি শরীরে অন্তর্নির্হিত পরিচালন ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে। এই ভোজ্য তেলের তালিকায় সরষের তেলের সঙ্গে তিলের তেল, সয়াবিন তেল বা রাইস ব্রান অয়েল মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বিকেলের খাবারে কম খরচে মুড়ি, চিড়া, মুখরোচকক খাবার প্রস্তুত করা যেতে পারে। তবে বেশি মশলার ব্যবহার না করাই ভালো। জলখাবারে সবজির ব্যবহারও বেশ সস্তা।

দেহের প্রয়োজনানুসারে লোহা বা আয়রনের সঙ্গে ভিটামিনের সরবরাহ বজায় রাখার জন্য গুড় বা গুড়জাত খাবার যেমন মোয়া, নাড়ু ইত্যাদি সকালের টিফিনে রাখা যেতে পারে। গুড়ের সঙ্গে অংকুরিত ছোলা মিশিয়ে মন্ড প্রস্তুত করে অনেকেই প্রাতঃরাশ সারেন। র াতেরর খাবারে ভাত না খেয়ে মাঝেমধ্যে দুধ সাবু খেলে স্বাদেরও পরিবর্তন হয়।

আজকাল বাজারে ফাস্টফুডের রমরমা। বাজার থেকে ভাজা খাবার না কিনে ঘরে তৈরি সিদ্ধ খাবার খেলে শরীরে পুষ্টির মাত্রা বজায় রাখা সম্ভব। স্যালাডের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে খাদ্যাভ্যাসের একঘেয়েমি দূর হবে। যেমন অঙ্কুরিত কলাইয়ের সঙ্গে সিদ্ধ আলু, পেঁয়াজ এবং নুন গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে সুস্বাদু স্যালাড বানানো যেতে পারে।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয় যে, সস্তায় সুষম খাদ্যের সন্ধান কিন্তু একটি দীর্ঘকালীন বিতর্কমূলক পদক্ষেপ এবং একান্তই ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত। দামি সস্তা বা ভালো খারাপের যথাযথ সমন্বয় এই পদ্ধতির মূল চাবিকাঠি। তাছাড়া বর্তমানে ডায়াটিশিয়ানরা শরীর আন্দাজে ডায়েট চার্ট তৈরি ককরে দিচ্ছেন। ফলে যে কোনো খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে কোনো রকম সংশয় তৈরি হলেও তাদের পরামর্শ নিয়ে এই ধরনের খাদ্যাভ্যাস শুরু করা উচিত।

৫ উপসর্গ: ত্বকে দেখা দিলেই সতর্ক হোন, ক্যানসারের লক্ষণ হতে পাবে

অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত প্রসাধনীর বহুল ব্যবহার এবং ত্বকের যত্নে অনীহা এই সব কারণ ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছে। ক্যানসার শরীরের যে কোনও অঙ্গে হতে পারে। অঙ্গভেদে ক্যানসারের লক্ষণও আলাদা হয়। ত্বকের ক্যানসারের বেশ কয়েকটি উপসর্গের মধ্যে অন্যতম হল ঘাড়ে, মুখে এবং কানের কাছে মাংসপিণ্ড তৈরি হওয়া।

চিকিৎসার পরিভাষায় একে বলা হয় "বেসাল কার্সিনোমা"। মূলত সূর্যের আলো শরীরের যে সব অংশে স্পর্শ করে, সেই অঙ্গগুলিতেই এই ধরনের উপসর্গগুলি দেখা যায়। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্যানসারের অন্যতম বড় কারণ। অনেকে মনে করেন ত্বকে আঁচিল বেরোলে তা আদতে ক্যানসারের উপসর্গ। এমনটা কিন্তু নয়। শরীরের কিছু অংশে আঁচিল দেখা দিলে তা নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। যদি আঁচিল ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে তা ত্বকের ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে। সাধারণ মানুষের পক্ষে আঁ চিল না ক্যানসার তা বোঝা সহজ নয়। তাই ঝুঁকি না নিয়ে চিকিতকদের পরামর্শ নেওয়াই ভাল।

কোন কোন উপসর্গ দেখলে সতর্ক হবেন?

বিভিন্ন কারণে ত্বকের নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। তবে ত্বকের ক্যানসারের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

১) বাদামি, কালো বা গাঢ় নীল রঙের কোনও দাগ হঠাতদেখা দিলে।

২) ত্বকের উপর মোমের মতো সাদা রঙের কোনও মাংসপিণ্ড, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

৩) কোনও ক্ষত, যেখান থেকে রক্তপাতও হতে পারে।

৪) ত্বকে কোনও অংশে দাগ দেখা দিলে আর সেই দাগের স্থানে যদি ক্রমাগত চুলকানি হয়, আর ব্যথা হয়।

৫) সারা গায়ে আঁচিলের মতো মাংসপিণ্ড ছড়িয়ে পড়লে।

উপরিউক্ত যে কোনও একটি সমস্যা যদি ঘাড়, কান বা মুখের কোনও অংশে দেখতে পান তাহলে অতি অবশ্যই চিকিতকের পরামর্শ নিন।

গ্রীষ্মকালে তো বটেই, শীতকালেও বাড়ির থেকে বেরোলে অতি অবশ্যই ব্যবহার করুন সানস্ক্রিন।

কী ভাবে সুরক্ষা নেবেন?

১) সূর্যের আলো থেকে প্রাপ্ত ভিটামিন ডি শরীরের একটি অপরিহার্য উপাদান। তবে সূর্যের তীব্র আলোর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। ২) গ্রীষ্মকালে তো বটেই, শীতকালেও বাড়ির থেকে বেরোলে অতি অবশ্যই ব্যবহার করুন সানস্ক্রিন। ৩) ত্বক উজ্জ্বল করার ক্রিম, মাথার রং এই সব ব্যবহারের আগে উপকরণগুলি খুব ভাল করে দেখে নেবেন। না হলে কিন্তু এই সব থেকেই ক্যানসারের আশঙ্কা বাড়ে।

৪) ত্বকে হঠাতকরে কোনও দাগ বা মাংসপিণ্ডের আবির্ভাব ঘটলে অবহেলা না করে চিকিতকের সঙ্গে কথা বলুন।

৫ যোগাসন: শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে হঠাৎশ্বাসকষ্ট হলে আরাম দিতে পারে

কখনও প্রচণ্ড গরম।আবার কখনও অঝোর ধারায় বৃষ্টি। সকাল থেকেই শরীরটা কেমন যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। রোদের তেজ তেমন না থাকলেও অদ্ভুত ভ্যাপসা আবহাওয়া। বুকে কেমন যেন চাপ অনুভব করছেন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে থেকেও হঠাৎশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে। চারিদিক কেমন যেন বদ্ধ লাগছে। অথচ সর্দি-কাশি বা হাঁপানির সমস্যা রয়েছে, তেমনও নয়।

চিকিৎসকেরা বলছেন, এমন অনুভূতি যে সব সময় হাঁপানি থাকলেই হতে পারে এমনটা নয়। অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে আগের রাতে হয়তো যে খাবার খেয়েছেন, তা ভাল হজম হয়নি। সেখান থেকে গ্যাস হয়ে গিয়েও দম নিতে সমস্যা হচ্ছে। বাড়াবাড়ি হলে চিকিৎসকের কাছে তো যাবেনই। তবে এমন পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, তার জন্য নিয়মিত কয়েকটি যোগাসন অভ্যাস করে দেখতে পারেন।

১) সুখাসন ম্যাটের উপর পা ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসুন। এ বার ডান পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে বাঁ উরুর উপর এবং বাঁ পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে ডান উরুর উপর রাখুন। এর পর দুই হাঁটুর উপর দু'হাত টান টান করে রাখুন। এই অবস্থায় চোখ বন্ধ করে বসে স্বাভাবিক ছন্দে শ্বাস প্রশ্বাস নিন। দুই থেকে তিন মিনিট পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকতে পারেন। ২) ভুজঙ্গাসন ম্যাটে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এ বার হাতের তালু মেঝের উপর ভর দিয়ে পাঁজরের দুই পাশে রাখুন। এর পর কোমর থেকে পা পর্যন্ত মাটিতে রেখে হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে বাকি শরীরটা ধীরে ধীরে উপরের দিতে তুলুন। এর পর মাথা বেঁকিয়ে উপরের দিকে তাকান। এই ভঙ্গিতে ২০-৩০ সেকেন্ড থাকার পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যান। প্রথম দিকে এই আসন তিন বার করুন। পরবর্তী কালে পাঁচ-ছ'বারও করতে পারেন।

৩) মত্যাসন ম্যাটের উপরে টান টান হয়ে শুয়ে দু'পা এক জায়গায় করে নিতে হবে। দু'পাশে টানটান করে রাখতে হবে দুই হাত। তার পরে চোখ বুজে ফেলতে হবে। শ্বাসপ্রশ্বাস থাকবে স্বাভাবিক। এ বার ধীরে ধীরে ধনুকের মতো করে বেঁকিয়ে ফেলতে হবে পিঠ। কাঁধও উঠে আসবে। শরীরের ভার হাতের কনুইয়ের পাশাপাশি থাকবে মাথা ও নিতম্বে। বুক উপরের দিকে উঠে আসবে। সবটা ঠিকমতো করলে অনেকটাই মাছের মতো দেখাবে। স্বাভাবিক ভাবেই চলতে থাকবে শ্বাসপ্রশ্বাস। ৪) পশ্চিমোত্তনাসন প্রথমে দুই পা টানটান করে সোজা হয়ে বসুন। শ্বাস নিতে নিতে দুই হাত মাথার উপরে তুলুন। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত-সহ কোমর থেকে সামনের দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে মুখ হাঁটুতে স্পর্শ করুন। আসন করার সময় পেট ভিতরের দিকে হালকা টেনে রাখুন। আগের অবস্থায় ফেরার সময় শ্বাস নিতে নিতে হাত ওঠান এবং শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত নামিয়ে নিন। দিনে তিন থেকে পাঁচ বার এটি করুন। ৫) শবাসন যেমন তেমন ভাবে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেই যে শবাসন করা যাবে, তা কিন্তু নয়। এই যোগাসন করতে হলে প্রথমে পিঠের উপর ভর দিয়ে শুতে হবে। তার পর হাত দুটো দেহের দু'পাশে পাশে রেখে পা দুটো মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে টান টান করে রাখতে হবে। মাটিতে রাখা দু'টি হাতের তালু থাকবে উপরের দিকে। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে হবে। এই যোগাসন যে হেতু একেবারে শেষে করতে হয়, তাই চাইলে একটু বেশি সময় ধরে এই যোগাসন অভ্যাস করা যায়।

মেয়েরা চুল নিয়ে কীসের চিন্তা

এসময়ে চুলের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, ওমেন্স ওয়ার্ল্ডের অন্যতম পরিচালক রূপ বিশেষজ্ঞ ফারনাজ আলম। চুল সুন্দর রাখতে আমাদের যা করতে হবে- সপ্তাহে ২-৩ বার শ্যাম্পু করতে হবে রাতে ভাল করে তেল ম্যাসাজ করুন। চুলের ডগা ফেটে যাওয়া রোদে পোড়ার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে চুল ট্রিম করিয়ে নিন। চুল ছোট না করতে চাইলে টুপি ব্যবহার করতে পারে, স্কার্ফ বা ক্লিপ দিয়ে চুল বেধেও রাখতে পারেন। তবে বেশি টাইট করে চুল বাধবেন না। খেয়াল রাখবেন চুলের মধ্যে যেন হাওয়া চলাচল করতে পারে।

ধুলো-ময়লা জমে অনেক সময় চুল নিস্তেজ হয়ে যায় অলিভ অয়েল, নারকেল তেল ও ক্যাস্টর অয়েলের সঙ্গে মেথি পেস্ট মিশিয়ে মাথার তালুতে ম্যাসাজ করুন, চুল ঘন ও উজ্জ্বল থাকবে। দইয়ের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে চুলে দিন। তারপর শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন। দুই ভাগ অলিভ অয়েল, এক ভাগ মধু মিশিয়ে পুরো চুলে লাগান। ১৫ মিনিট পর হালাক গরম জলে চুল শ্যাম্পু করে নিন। এভাবে অলিভ অয়েলের সঙ্গে কলা চটকেও চুলে দিতে পারেন।

চুলে শ্যাম্পু করার পর অবশ্যই ভালো ব্র্যান্ডের কন্ডিশনার লাগান। চুলের জন্য জোজোবা অয়েল খুব উপকারী। নিয়মিত চুলের ডগায় জোজোবা অয়েল লাগালে চুল নরম হয়। বড় কসমেটিক স্টোরে জোজোবা ওয়েল পাওয়া যায়। বাইরে বেরোনোর সময় চুল বেঁধে রাখুন। বাইরের রোদ ময়লা থেকে অনেক খানি রক্ষা পাবেন। নিয়মিত শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করুন, চুলের জন্য শ্যাম্পু নয়, ক্ষতিকর হচ্ছে ময়লা সপ্তাহে অন্তত দুই দিন চুলে তেল দিন। সারারাত তেল রাখতে না চাইলে অন্তত দুই ঘন্টা রাখুন শ্যাম্পুর পর অবস্যই ভালো কোনো কন্ডিশনার লাগিয়ে ২ থেকে ৪ মিনিট অপেক্ষা করুন, তারপর জল দিয়ে ভালো করে চুলে ধুয়ে নিন।

চুলে যতটা সম্ভব হিট দেওয়া, আয়রন করা এবং কেমিক্যাল জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার কম করুন। চেষ্টা করুন সপ্তাহে একদিন চুলের বাড়তি একটু যত্ন নিতে টক দুই চুলের জন্য খুব ভালো। সঙ্গে একটি ডিম ও একটি লেবুর রস মিলিয়ে চুলে দিয়ে ৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করুন।

যদি চুল পড়া শুরু হয়, তাহলে মেহেদি, পেঁয়াজের রস ও টক দই লাগান। কয়েক দিনের মধ্যেই পার্থক্য বুঝতে পারবেন। চুলের পরিচর্যার পাশাপাশি প্রতিদিনের খাবরের তালিকায় পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যসম্মত ও কম তেল- মশলাদার খাবারের দিকে নজর দিন।

একসঙ্গে সব কিছু করা হয়তো শুরুতে বেশ ঝামেলার ব্যাপারে মনে হবে। ধীরে ধীরে অভ্যাস করুন। দেখবেন আপনি খুব সহজে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এগুলো আপনার অজান্তেই দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে যাবে। প্রচন্ড গরমের মধ্যে মাঝেক মাঝে অল্পস্প বৃষ্টি হচ্ছে। আবহ্যায়ার কিছুটা আরামদায়রক হয়ে উঠছে। কিন্তু পরদিন সকালেইক আবার প্রখর সূর্যের তাপে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে। একাট স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। খুব ঘাম হচ্ছে। এই সময় চুলে নানারকম সমস্যা দেখা যায়। চুল অতিরিক্ত পড়তে থাকে। চুলে খুশকির উপদ্রব বনে। চুলরে তকচকে ভাব নষ্ট হয়।

অতিরিক্ত ঘাম চুলের গেড়া নষ্ট করে দেয়, নরম করে দেয় এর ফলে চুল পড়তে শুরুর করে। এচাড়া চুল ভিজে গেলে ভালো করে না শুকালোও ছুল নষ্ট হয়। মাথায় তাণ্ংতে ঠাংগাল ইনফেকশন হয়। তার জন্য মাথা সব সময় চুলকাতে থাকে। তাই অতিরিক্ত চুল পড়া এবং ফাংগাল ইনফেকশনের হাত থেকে বাঁচতে বর্ষাকালে চুলের বিশেষ যত্ন করতে হবে। এছাড়া এই সময় চুল চিটচিটে হয়ে যায় বলে ডুলের চকচকে ভাব ফিরেও আ,।

বর্ষায় সময় বৃষ্টির জলে ভিজলে চুল নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। এর হাত থেকে বাঁচতে ছাতা ব্যবহার করতে হবে। কোনও কারণে যদি চুল ভিজে যায় তাবলে বাড়িতে এসে সাধারণ জল দিয়ে চুল ভালো করে আরেকরা ভিজিয়ে ধুয়ে চুল মুছে শুকিয়ে নিতে হবে।

এছাড়া তকগুলি নিয়ম মেনে চললেও এই সময় চুল ভালো থাকবে। ছুল পরিশকার করতে হবে। চুল খুব ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে স্ক্যাল্প-এ চুল কানি কম হবে এবং মাথায় চুলও উজ্জ্বল হবে।

সপ্তাহে একদিন চুলও উজ্জ্বল হবে। সপ্তাহে একদিন বা প্রয়োজনে দু'দিন শ্যাম্পু করার ঘন্টাখানেক আগে অলিভ অয়েল তেল গরম করে মাথায় ও পুরো চুলে লাগাতে পারনে। এক ঘন্টা পর কোনও মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

ভরা শ্রাবণে পাতে পড়ুক মালাইকারি, রুপোলি ইলিশের

বর্ষাকাল মানেই বাঙালির হেঁশেল ম ম করে ইলিশ মাছের গন্ধ। ঝিরিঝিরি বৃষ্টির দুপুরে ধোঁয়া ওঠা গরম খিচুড়ির সঙ্গে কিংবা কালোজিরে, বেগুন দিয়ে পাতলা ঝোল পাতে আলো করে থাকে ইলিশ। পদ যাই হোক, ইলিশ থাকলে আর কিছু না হলেও যেন চলে যায়। সর্ষে বাটা দিয়ে, ভাপা, পাতুরি ইলিশের এই পদগুলি প্রতি বর্ষায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খাওয়া হয়ই।

এই শ্রাবণে নতুন কিছু খেতে চাইলে বানাতে পারেন ইলিশের মালাইকারি। রইল প্রণালী।

উপকরণ: ইলিশ মাছের টুকরো: ৪টি, টক দই: এক কাপ, নারকেলের দুধ: দু কাপ,আদা বাটা: ১ চা চামচ, জিরে বাটা: আধ চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা:,১ টেবিল চামচ,কিশমিশ বাটা: ১ টেবিল চামচ,হলুদগুঁড়ো: আধ চা চামচ,লাল লঙ্কারগুঁড়ো: ১ চা চামচ, চেরা কাঁচা লঙ্কা: ৪-৫টি, পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ, বেরেস্তা: ১ কাপ, নুন: পরিমাণমতোচিনি: ২ চা চামচ,তেল: পরিমাণমতো, প্রণালী: কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ ভাজতে দিন।পেঁয়াজ লাল হয়ে ভাজা ভাজা হয়ে এলে সব বাটা মশলা আর গুঁড়ো মশলা দিয়ে কষাতে থাকুন। মশলা কষানো হয়ে এলে টক দই আর নুন দিয়ে আরও কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। মিনিট পাঁচেক পরে নারকেলের দুধ ঢেলে দিন কড়াইয়ে। দুধ দিয়ে কিছু ক্ষণ ফোটানোর পরে চিনি, কাঁচালঙ্কা দিয়ে মাছগুলি দিয়ে দিন। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় জেনে রাখা জরুরি। ইলিশ মাছ যদি টাটকা হয় তাহলে কাঁচা মাছ দিয়ে রান্না করতে পারেন। আর মাছ বাসি হলে হালকা করে ভেজে নিলে ভাল। ঝোল ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। বর্ষার দুপুরে গরম ভাতের সঙ্গে ইলিশের মালাইকারি জমে যাবে।

দুর্ঘটনা রোধে যাত্রাপুর থানার উদ্যোগ, বাইপাস সড়কে বসানো হচ্ছে স্পিড ব্রেকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ জুলাই: সড়ক দুর্ঘটনা রোধে এবং বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চলাচলে লাগাম টানতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। সোমবার সকাল থেকে সোনামুড়া-বিলোনিয়া বাইপাস সড়কের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এলাকায় স্পিড ব্রেকার স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগে যাত্রাপুর থানার পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি সহযোগিতা করছেন কাঠালিয়া আম্বেদকর সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সদস্যরা এবং কাঠালিয়া মোটর স্ট্যান্ডের কয়েকজন কর্মী। প্রায় ১৫ থেকে ১৬ জনের একটি দল যৌথভাবে এই কাজ করছেন।

যাত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) পার্থ নাথ ভৌমিক এবং সাব-ইন্সপেক্টর বিজয় চক্রবর্তী জানান, সাম্প্রতিক সময়ে সোনামুড়া-বিলোনিয়া বাইপাস সড়কে মোটরবাইকসহ ছোট ও মাঝারি যানবাহনের বেপরোয়া গতিতে চলাচলের প্রবণতা বেড়েছে। এর ফলে একাধিক দুর্ঘটনাও ঘটেছে। সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই জনবহুল এলাকায় স্পিড ব্রেকার বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানায়, কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে ত্রিমুখী মোড়সহ বাইপাস সড়কের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাটি ভর্তি টিনের ড্রাম ব্যবহার করে অস্থায়ী স্পিড ব্রেকার তৈরি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে যাত্রাপুর থানার অধীন আরও বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ওসি পার্থ নাথ ভৌমিক জানান, এর আগেও কিছু স্থানে স্পিড ব্রেকার বসানো হয়েছিল। তবে দুর্ঘটনা রোধে আরও বেশি সংখ্যায় স্পিড ব্রেকার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পুলিশের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের দাবি, কিছু বেপরোয়া মোটরবাইক চালক, বিশেষ করে অপ্রাপ্তবয়স্ক চালকরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাইক চালানোর কারণে সাধারণ পথচারী, স্কুল-কলেজের পড়ুয়া এবং এলাকাবাসী সবসময় আতঙ্কের মধ্যে থাকেন। তাই দুর্ঘটনা প্রতিরোধে এই উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন তারা।

বেকারদের কর্মসংস্থানে পাঁচ দফা দাবি সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের কাছে আবেদন কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই: রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের সমস্যা মোকাবিলায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরে রাজ্য সরকারের কাছে দ্রুত পদক্ষেপের আবেদন জানালেন কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায়। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বেকারত্ব উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাই রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে।

গোপাল রায় বলেন, রাজ্যে শিল্পায়নের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরার প্রাকৃতিক গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ রাবারকে ভিত্তি করে আধুনিক শিল্প গড়ে তুলে আন্তর্জাতিক বাজারে ত্রিপুরার রাবারের প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

এছাড়াও তিনি কাগজ শিল্প স্থাপন, রাজ্যে ব্যাপক আগর উৎপাদনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আগরভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা এবং হ্যান্ডিক্রাফ ও হ্যান্ডলুম পণ্যের উন্নয়নে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা স্থাপনের দাবি জানান। তাঁর মতে, এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগসৃষ্টি হবে।সাংবাদিক সম্মেলনে গোপাল রায় আরও বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকা পদগুলিতে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। একই সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করার আহ্বান জানান তিনি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, রাজ্য সরকার বেকার যুবকদের স্বার্থে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে এবং তাঁর উত্থাপিত পাঁচ দফা দাবির বিষয়ে দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

শিক্ষকের বদলির প্রতিবাদে পশ্চিম বগাফা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ

আগরতলা, ২৭ জুলাই: প্রিয় শিক্ষকের বদলির আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে সোমবার বিক্ষোভে সামিল হল শান্তিরবাজার মহকুমার পশ্চিম বোকাফা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এদিন বিদ্যালয়ের মূল ফটক বন্ধ করে ক্লাস বয়কট করে অবস্থান-বিক্ষোভে বসে তারা।

জানা যায়, বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক সুবল দাসের বদলির নির্দেশ জারি হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে পড়ুয়ারা। তাদের দাবি, সুবল দাস দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠদান করে আসছেন এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাই তাঁর বদলির সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। বিক্ষোভরত ছাত্রছাত্রীদের হুঁশিয়ারি, শিক্ষকের বদলির আদেশ বাতিল না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তারা। তাদের একটাই দাবি 'সুবল স্যারের বদলির আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে।' বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল।

ভীরাম্মা কালী মন্দিরের ১১তম বাৎসরিক উৎসব

মেলাঘর, ২৭ জুলাই: সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘর রাঙ্গামুড়ায় অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রী ভীরাম্মা কালী মন্দিরে আগামী ২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১১তম বাৎসরিক উৎসব। উৎসবকে কেন্দ্র করে তিন দিনব্যাপী নানা ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই মহোৎসবকে ঘিরে মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হবে বর্ণাঢ্য মেলা, রথ পরিক্রমা, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান, অন্নপ্রসাদ বিতরণ-সহ একাধিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। এছাড়াও ভক্ত ও দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে নির্বিঘ্নে তাঁরা উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বর্তমানে মন্দির প্রাঙ্গণ সাজিয়ে তোলার কাজ জোরকদমে চলছে। উৎসব সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করতে আয়োজক কমিটির সদস্যারা দিন-রাত পরিশ্রম করছেন।

উল্লেখ্য, মেলাঘরের শ্রীশ্রী ভীরাম্মা কালী মন্দির বর্তমানে ভক্তি, আস্থা ও সাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তসহ দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত ও পুণ্যার্থী এখানে এসে দেবীর দর্শন ও আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সকল ভক্ত ও ধর্মপ্রাণ মানুষকে এই তিন দিনব্যাপী মহোৎসবে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক আহ্বান জানানো হয়েছে।

গ্যাস সিলিন্ডার চুরির অভিযোগে যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জুলাই: উদয়পুরের লেক সিটি শপিং কমপ্লেক্সে গ্যাস সিলিন্ডার চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় অবশেষে এক অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। ধৃতের নাম প্রসেনজিৎ দে। তার বাড়ি বাগমা এলাকায় বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, সম্প্রতি শপিং কমপ্লেক্স থেকে ভোক্তাদের ব্যবহারের জন্য রাখা গ্যাস সিলিন্ডার চুরির ঘটনা সামনে আসে। এরপর কমপ্লেক্সে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করেন ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা। পরে কৌশলে প্রসেনজিৎ দেকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি দুটি গ্যাস সিলিন্ডার চুরির কথা স্বীকার করেছেন বলে স্থানীয়দের দাবি। পাশাপাশি, চুরি করা সিলিন্ডার দুটি জসিম মিয়া নামে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছেন বলেও তিনি জানিয়েছেন বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম না হলেও সাধারণ মানুষের তৎপরতা ও উপস্থিত বুদ্ধির ফলেই চুরির ঘটনায় অভিযুক্তকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। চুরি যাওয়া গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধারের পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দেশবাসীর মঙ্গল ও বিশ্বশান্তি কামনায় মাতাবাড়িতে বিশেষ পূজা ও মহাযজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জুলাই: দেশবাসীর মঙ্গল, বিশ্বশান্তি এবং মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ কামনায় সোমবার উদয়পুরস্থিত ঐতিহ্যবাহী মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ পূজা ও মহাযজ্ঞ। পূর্বাম্নায় গোবর্ধন মঠ, পুরীর পীঠাধীশ্বর জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য স্বামী অধোক্ষজানন্দ দেবতীর্থজী মহারাজের নেতৃত্বে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সনাতনী সেবা সংঘের গোমতী জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, অগ্নিহোম এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গোটা পরিবেশ এক পবিত্র ও আধ্যাত্মিক আবহে পরিণত হয়। অনুষ্ঠানে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের পুরোহিতসহ বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা দেশ, সমাজ ও সমগ্র বিশ্বের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং মানুষের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনায় শামিল হন।

যজ্ঞ শেষে উপস্থিত ভক্তদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য স্বামী অধোক্ষজানন্দ দেবতীর্থজী মহারাজ বলেন, বর্তমান সময়ে সমাজে ঐক্য, সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান কেবল আধ্যাত্মিক চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা ও মানসিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তিনি দেশবাসীর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে সকলকে ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ বজায় রেখে সমাজ গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এই বিশেষ পূজা ও মহাযজ্ঞকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও ভক্তির সঞ্চার হয়। উপস্থিত ভক্তদের মতে, এ ধরনের ধর্মীয় আয়োজন মাতাবাড়ির আধ্যাত্মিক পরিবেশকে আরও সমৃদ্ধ করে এবং দেশ ও সমাজের কল্যাণের বার্তা সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়।

শাসক-বিরোধী তরজা চরমে

● প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভ ও স্লোগানের মধ্যেই বিলটি পেশ করা হয়। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রিজিজু অভিযোগ করেন, ছাত্রদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিল নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি।

তিনি বলেন, 'আজ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ এবং প্রশ্নফাঁসের মতো গুরুতর বিষয় নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিল লোকসভায় পেশ হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস ও কিছু বিরোধী দল স্লোগান, প্ল্যাকার্ড এবং হট্টগোলের মাধ্যমে সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত করে এই বিল নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছে।'

রিজিজু জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইতিমধ্যেই পরীক্ষা ব্যবস্থায় সার্বিক সংস্কারের সুপারিশ এবং প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবেই ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে এই 'ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী' বিল আনা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, 'এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিল নিয়েও যদি সংসদে আলোচনা না হয়, তাহলে দেশের ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভুল বার্তা যাবে। কংগ্রেসের উচিত ছাত্রদের অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখানো।' সংসদই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার সর্বোচ্চ মঞ্চ উল্লেখ করে রিজিজু বলেন, প্রশ্নফাঁসের মতো বিষয় নিয়ে যদি সংসদে আলোচনা না হয়, তাহলে কোথায় হবে? গণতন্ত্র ও সংসদীয় ব্যবস্থার স্বার্থেও এ ধরনের আচরণ সমীচীন নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সব রাজনৈতিক দলকে মতভেদ ভুলে বিলটি নিয়ে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'এটি একটি ঐতিহাসিক বিল। সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত করবেন না। সকল দল নিজেদের মতামত জানিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি পাস করুক।'

ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিরোধীদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের জবাবদিহির দাবির প্রসঙ্গে রিজিজু বলেন, মূল বিষয় থেকে দৃষ্টি সরানো উচিত নয়। তাঁর বক্তব্য, 'এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত দেশের ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য করতে যে সংস্কার আনা হয়েছে, সংসদে সেটি নিয়েই গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হওয়া উচিত।'

তিনি আরও বলেন, 'দয়া করে বিষয়ান্তরে যাবেন না। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ ও স্বার্থই এখন আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। এই সময় অন্য কোনও বিষয় তুলে এনে মূল ইস্যু থেকে দৃষ্টি সরানো ঠিক হবে না। আমাদের লক্ষ্য ছাত্রদের স্বার্থে এই বিলটি পাস করানো।'

অন্যদিকে, সংসদে সোমবার "পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিনস) সংশোধনী বিল, ২০২৬" পেশের আগে তা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। বিরোধী দলগুলির দাবি, শুধু কঠোর আইন করলেই প্রশ্নফাঁস বন্ধ হবে না, বরং শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করাই বেশি জরুরি। অন্যদিকে, এনডিএ নেতৃত্বের দাবি, নতুন আইন প্রশ্নফাঁস চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনবে। কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদ বলেন, প্রশ্নফাঁস রুখতে আগেও আইন করা হয়েছে, কিন্তু তার কার্যকর প্রয়োগ হয়নি। তাঁর অভিযোগ, তদন্তে এখনও পর্যন্ত চার্জশিট দাখিল হয়নি এবং মূল অভিযুক্তরাও অধরা। শুধু নতুন আইন এনে সমস্যার সমাধান হবে না।

আরজেডি সাংসদ মনোজ কুমার ঝা বলেন, প্রশ্নফাঁসের কারণ আইনের অভাব নয়, বরং ব্যবস্থার ভিতরে থাকা দুর্নীতি। তাঁর মতে, যারা নজরদারির দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের একাংশই এই ধরনের অনিয়মকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। ফলে ব্যবস্থাগত ত্রুটি দূর না হলে নতুন আইনও কার্যকর হবে না।

তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায় বলেন, বিরোধীদের একাধিক দাবি এখনও পূরণ হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি এবং প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে পেলেট ব্যবহারের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সমালোচনার বিষয়ও সংসদে তোলা হবে বলে জানান তিনি।

কংগ্রেস সাংসদ সৈয়দ নাসির হুসেনের অভিযোগ, ছাত্রদের আন্দোলনে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা এড়াতেই সরকার এই বিল আনছে। তাঁর দাবি, ছাত্রদের মূল দাবি ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, শুধু শাস্তি বাড়ানো নয়।

সমাজবাদী পার্টির সাংসদ রাম গোপাল যাদবও বিলের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'কঠোর আইন করলেই অপরাধ বন্ধ হয় না। প্রশ্নফাঁস হয় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ বা কিছু প্রভাবশালী কোচিং সেন্টারের সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থাগত সমস্যা না মিটলে নতুন আইনেও লাভ হবে না।'

সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং সংসদে এই সংশোধনী বিল পেশ করবেন। ২০২৪ সালের পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিনস) আইন সংশোধনের মাধ্যমে প্রশ্নফাঁস ও পরীক্ষায় জালিয়াতির বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বিলে দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড, ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অভিযুক্তের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং তিন মাসের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তির জন্য ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই বিলের খসড়ায় অনুমোদন দিয়েছে।

অন্যদিকে, এনডিএ নেতারা বিলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এটি প্রশ্নফাঁস রুখতে কার্যকর ভূমিকা নেবে। বিহারের মন্ত্রী দিলীপ জয়সওয়াল বলেন, সরকার এই অপরাধের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়েছে। তাঁর দাবি, ১০ বছরের কারাদণ্ড ও কোটি টাকার জরিমানার বিধান সরকারের সদিচ্ছারই প্রমাণ। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধীরা এই ইস্যুতে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, প্রশ্নফাঁস দেশের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং এই চক্রকে স্থায়ীভাবে ভাঙতেই সরকার নতুন আইন আনছে।

জেডিইউ-র জাতীয় মুখপাত্র রাজীব রঞ্জন প্রসাদ বলেন, নতুন আইন কার্যকর হলে প্রশ্নফাঁস চক্রের সঙ্গে যুক্তদের জন্য কঠিন সময় অপেক্ষা করছে। বিজেপি সাংসদ মেধা কুলকার্নির মতে, পরীক্ষা ব্যবস্থায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার, যা ভবিষ্যতে প্রশ্নফাঁস রোধে বড় ভূমিকা পালন করবে।

সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি, সম্ভাব্য সরকারি বা ব্যক্তিগত কারণ এবং সত্য উদ্ঘাটনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি তদন্তের স্বার্থে সমস্ত নথিপত্র, ইলেকট্রনিক তথ্যপ্রমাণ, ফরেনসিক নমুনা, সিসিটিভি ফুটেজ, সরকারি যোগাযোগ এবং সাক্ষীদের বয়ান সংরক্ষণেরও আবেদন জানিয়েছে বিরোধী দল।

এছাড়া তদন্ত দ্রুত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করে আইনসিদ্ধ সীমার মধ্যে তার রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশেরও দাবি জানানো হয়েছে।স্মারকলিপির শেষে রাজ্যপালের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার প্রতি আস্থা প্রকাশ করে ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা, প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা ও জনআস্থা বজায় রাখার স্বার্থে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছে সিপিআই(এম) বিধায়ক দল।

MINORITIES WELFARE DEPARTMENT
OLD SECRETARIAT COMPLEX: AGARTALA

INVITATION

Sir/ Madam,

The Department for Welfare of Minorities, Government of Tripura, in collaboration with Tripura Minorities Cooperative Development Corporation Limited (TMCDCL), is going to organize a **"Distribution of Loan Assistance to the beneficiaries for socio-economic development of Minority Communities"** and inauguration programme of **"Mukhyamantri Sankhyalghu Unnayan Prakolpa - 2026"**. The programme will be held on **29.07.2026** at **12:30 PM** at **Pragna Bhawan, Hall No:01**, Gurkhabasti, Agartala.

The following Dignitaries have given their kind consent to grace the occasion

Inaugurator & Chief Guest : Prof. (Dr.) Manik Saha, Hon'ble Chief Minister, Tripura.

Guest of Honor : Shri. Dipak Majumder, Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation

Special Guests : Md. Jasim Uddin, Hon'ble Chairman, TMCDCL. Mobeshar Ali, Hon'ble Chairman, Tripura Board of Wakf. Shah Alam, Hon'ble Chairman, Tripura State Haj Committee.

President : Shri Sukla Charan Noatia, Hon'ble Minister, Minorities Welfare Department, Govt. of Tripura.

You are cordially invited to attend the programme.

Nirmal Adhikari, IAS
Spl.Secretary & Director
Minorities Welfare Department
Government of Tripura

ICA/D-643/26

সাত দফা দাবিতে মেলাঘর সিডিপিও-র কাছে ডেপুটেশন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২৭ জুলাই: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পূরণের দাবিতে সোমবার দুপুরে মেলাঘর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার (সিডিপিও) প্রবাল কান্তি বর্মনের কাছে সাত দফা দাবিপত্র পেশ করেন মেলাঘর এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।

ডেপুটেশনে কর্মীরা স্মার্টফোনের জন্য মাসিক ৩০০ রিচার্জ ভাতা অথবা এক বছরের মোবাইল রিচার্জের সম্পূর্ণ খরচ দপ্তরের পক্ষ থেকে বহনের দাবি জানান। এছাড়া প্রতি মাসে নিয়মিত ফিডিং বিল প্রদান, বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফিডিং রেট বৃদ্ধি, কনটিনজেন্সি বিল ও ড্রেস বাবদ শাড়ির অর্থ প্রদান, সরকারি কর্মচারীদের মতো মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) চালু এবং প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য ১০ হাজার করে তহবিল বরাদ্দের দাবিও উত্থাপন করা হয়।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বক্তব্য, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতির ফলে বর্তমান ফিডিং রেট বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই দ্রুত তাদের দাবিগুলি কার্যকর করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান তারা।

ডেপুটেশন গ্রহণ করে সিডিপিও প্রবাল কান্তি বর্মন কর্মীদের দাবিগুলির যৌক্তিকতা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। তিনি জানান, বিষয়গুলি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হবে। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তারা দায়িত্ব পালন করছেন। তাই সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে দ্রুত সাত দফা দাবি বাস্তবায়নের আহ্বান জানান তারা।

মাছ নিধনের অভিযোগ প্রশাসনের দ্বারস্থ মৎস্যচাষী

আগরতলা, ২৭ জুলাই: পুরোনো শত্রুতার জেরে পরিকল্পিতভাবে একটি বাণিজ্যিক মাছের পুকুরে কিটনাশক ঢেলে বিপুল পরিমাণ মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে ধনপুর বিধানসভার উত্তর নিদয়া এলাকা থেকে। এই ঘটনায় ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন স্থানীয় মৎস্যচাষী সুদর্শন মজুমদার।জানা গেছে, প্রায় এক কানি আয়তনের একটি পুকুরে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের বাণিজ্যিক চাষ করে আসছিলেন সুদর্শন মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, রবিবার গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে পুকুরে কিটনাশক মিশিয়ে দেয়। সোমবার সকালে পুকুরে গিয়ে তিনি দেখতে পান, ২ থেকে ৩ কেজি ওজনের অসংখ্য মাছ মৃত অবস্থায় পানিতে ভেসে রয়েছে। ঘটনায় তাঁর লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীর অভিযোগ, পূর্ব শত্রুতার জের ধরেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তিনি সন্দেহের ভিত্তিতে প্রণব দাস (কাঁকড়াবন এলাকার বাসিন্দা ও নিদয়া ফরেস্ট অফিসের কর্মী) এবং উত্তর নিদয়া উত্তরপাড়ার বাসিন্দা নরেশ নোয়াতিয়ার নাম উল্লেখ করেছেন। তবে এই অভিযোগের পক্ষে এখনও কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ সামনে আসেনি। ফলে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত বলে গণ্য করা যাবে না।সুদর্শন মজুমদার জানান, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে তিনি সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন।এদিকে, পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে পানিতে ভেসে থাকা মৃত মাছগুলোর দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীকে। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও বিনিয়োগ মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ তদন্ত ও ন্যায়বিচারের আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমে রিচার্জ পরিষেবা নিয়ে গ্রাহকদের ক্ষোভ সাংবাদিকের প্রশ্নে উত্তপ্ত পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুলাই: তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমের রিচার্জ পরিষেবা নিয়ে সোমবার চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন বহু গ্রাহক। দুটি রিচার্জ কাউন্টার থাকলেও কার্যত একটি কাউন্টার থেকেই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এর সঙ্গে বারবার সার্ভার বিভ্রাটের কারণে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয় গ্রাহকদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, তীব্র গরমের মধ্যে শতাধিক গ্রাহক ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে অপেক্ষা করলেও পরিষেবা স্বাভাবিক গতিতে চলছিল না। তাঁদের আরও দাবি, দীর্ঘ লাইনে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা করার সময় কিছু পরিচিত ব্যক্তিকে অন্য কাউন্টার দিয়ে দ্রুত রিচার্জের সুবিধা দেওয়া হয়। তবে এই অভিযোগের স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকরা জনভোগান্তির কারণ জানতে বিদ্যুৎ নিগমের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পরিবর্তে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেন এবং ক্যামেরায় ধারণ করা নিয়েও আপত্তি জানান। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে অতীতেও দায়িত্ব পালনে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। তবে এই অভিযোগগুলিরও স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ঘটনায় এলাকাবাসীর একাংশ বিদ্যুৎ নিগমের পরিষেবার মানোন্নয়ন, পর্যাপ্ত কাউন্টার চালু রাখা এবং সার্ভারজনিত সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়েছেন, যাতে সাধারণ গ্রাহকদের অযথা ভোগান্তির শিকার হতে না হয়।

শিশু সুরক্ষা নিয়ে গোমতী জেলায় সাংবাদিকদের একদিনের কর্মশালা, তথ্যের অভাব নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জুলাই: শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংবাদ পরিবেশনে সাংবাদিকদের ভূমিকা নিয়ে গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার উদয়পুরে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ আচার্য, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পিস স্টাডিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অরুণাভ গোস্বামী, সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ শিক্ষা বিভাগের কনসালট্যান্ট অনিমা দেববর্মা, ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব সোশ্যাল এডুকেশন বিপ্লব ঘোষ, চাইল্ডলাইন কর্মী প্রবীর দাস এবং ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরার সহকারী অধ্যাপক ড. দেবশ্রী দেবনাথ।

কর্মশালায় শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ, বিশেষ করে বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রমের মতো সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত সাংবাদিকরা মাঠপর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন। আলোচনার এক পর্যায়ে সাংবাদিকরা গত পাঁচ বছরে শিশু সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ এবং শিশুশ্রম সংক্রান্ত কতগুলি মামলা থানায় নথিভুক্ত হয়েছে, সে বিষয়ে চাইল্ডলাইন ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিদের কাছে জানতে চান। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট তথ্য না পাওয়ায় অতিরিক্ত জেলাশাসকের উপস্থিতিতেই সাংবাদিকরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কর্মশালায় আলোচনায় অংশ নেন তাপস মজুমদার, সমর সাহা, জসিম উদ্দিন, রাকেশ নন্দী, মধুসূদন সাহা, সোমেন সেন ও অপুরাম সরকারসহ জেলার বিশিষ্ট সাংবাদিকরা।

অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পিস স্টাডিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অরুণাভ গোস্বামীকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা জানান অংশগ্রহণকারীরা। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মশালায় শিশু সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত সব সরকারি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার দাবি জানান সাংবাদিকরা, যাতে তথ্যভিত্তিক আলোচনা আরও ফলপ্রসূ হয়। গোমতী জেলার সাংবাদিকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিতে দিনব্যাপী এই কর্মশালা সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

খার্চি উৎসবের ষষ্ঠ দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই: ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারার অনন্য মিলন উৎসব খার্চির ষষ্ঠ দিনে কৃষ্ণমালা ও হাবেলী মঞ্চে বর্নাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং খার্চি মেলা আয়োজক কমিটির উদ্যোগে ঊনকোটি জেলা এবং পশ্চিম জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা ও শিল্পীগণ একক বাঁশীবাদন, সুমুই বাদন, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, মগ নৃত্য, কবিগান, মনসামঙ্গল পাঠ, রামায়ণ গান, লোক নৃত্য, ধামাইল নৃত্য, মামিতা নৃত্য, সমবেত বেহালা বাদন, তবলা লহড়া, আবৃত্তি, সমবেত নৃত্য, সমবেত সংগীত, একক নৃত্য, একক সংগীত পরিবেশন করেন। আজকের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কৃষ্ণমালা মঞ্চে উত্তর পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে আগত শিল্পীদের দ্বারা বিহুনৃত্য পরিবেশিত হয়।

১০ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত সারা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে হাম-রুবেলা টিকাকরণ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরার উদ্যোগে ২৭ জুলাই ২০২৬ তারিখে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার রাজ্য কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে রুটিন টিকাকরণ বিষয়ক রাজ্যস্তরীয় পর্যালোচনা সভা এবং এমআর টিকাকরণ অভিযান-২০২৬ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ১০ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত সারা রাজ্যে হাম-রুবেলা (এম আর) টিকাকরণ অভিযান সংগঠিত হবে। আসন্ন এমআর টিকাকরণ অভিযান-২০২৬ সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভায় একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

নিখুঁত মাইক্রোপ্ল্যান তৈরি এবং যে সব শিশুরা হাম- রুবেলা টিকা নেবে তার তালিকা প্রস্তুত করা। টিকাকরণ পরবর্তী সম্ভাব্য প্রতিকূল ঘটনা দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি। টিকাকরণ নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক যোগাযোগ ও সচেতনতামূলক প্রচার পরিচালনা করা।

শিশুদের ১০০ শতাংশ টিকাকরণ নিশ্চিত করতে সকল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষা বিভাগ, আইসিডিএস, স্থানীয় প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে সমন্বিতভাবে কাজ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়াও, কোনো যোগ্য যেন টিকাদান থেকে বাদ না পড়ে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সভায় জানানো হয় যে, এমআর টিকাকরণ অভিযান-২০২৬ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে হাম ও রুবেলা প্রতিরোধে রাজ্য আরও একধাপ এগিয়ে যাবে এবং শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রাজ্যের প্রতিটি যোগ্য শিশুর কাছে টিকার সুবিধা পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে- একটি শিশুও যেন এই সুরক্ষাবলয় থেকে বাদ না পড়ে। এই লক্ষ্য অর্জনে স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি শিক্ষা বিভাগ, আইসিডিএস, স্থানীয় প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের মধ্যে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা আশা প্রকাশ করেন যে, এমআর টিকাকরণ অভিযান-২০২৬ সফলভাবে সম্পন্ন হলে ত্রিপুরা হাম ও রুবেলা মুক্ত হওয়ার পথে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে। এই পর্যালোচনা ও ওরিয়েন্টেশন সভায় এনএইচএম ও স্বাস্থ্য বিভাগের ঊর্ধতন আধিকারিকবৃন্দ, সব জেলার আধিকারিকবৃন্দ এবং অন্যান্য দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

১০ ও ২০ টাকার পলিমার নোটের মাঠপর্যায়ের পরীক্ষায় কেন্দ্রের অনুমোদন, কাগজের নোট তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নেই

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (আইএএনএস): কেন্দ্র সরকার ১০ টাকা ও ২০ টাকার পলিমার (প্লাস্টিকভিত্তিক) নোটের মাঠপর্যায়ের (ফিল্ড ট্রায়াল) পরীক্ষার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। সোমবার লোকসভায় এক লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানান কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী।

সরকার স্পষ্ট করেছে, এই সিদ্ধান্তের অর্থ কাগজের নোট তুলে দেওয়া নয়। পলিমার নোট বর্তমান কাগজের নোটের পাশাপাশি চালু থাকবে এবং কাগজভিত্তিক নোট সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার কোনও প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

লোকসভায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পরীক্ষামূলকভাবে আরবিআই ১০ টাকা ও ২০ টাকার একশো কোটি (১ বিলিয়ন) করে পলিমার নোট ইস্যু করবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই নোটের ব্যবহার ও কার্যকারিতা যাচাই করা হবে। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হলে তবেই বৃহত্তর পরিসরে তা চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আরবিআইয়ের মতে, প্রচলিত কাগজের নোটের তুলনায় পলিমার নোট অনেক বেশি টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দাবি, যেসব দেশে নগদ লেনদেনের পরিমাণ বেশি, সেখানে পলিমার নোট কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

এছাড়া কম মূল্যমানের কাগজের নোট দ্রুত ক্ষয়ে যায়, ফলে বারবার নতুন নোট ছাপাতে ও পুরনো নোট ধ্বংস করতে হয়। পলিমার নোট ব্যবহারে সেই ব্যয় কমবে এবং দীর্ঘমেয়াদে খরচও হ্রাস পাবে বলে মনে করছে আরবিআই। পাশাপাশি এই ধরনের নোটে স্বচ্ছ 'সি-থ্রু উইন্ডো' এবং বিশেষ নিরাপত্তা সুতোসহ উন্নত জালিয়াতি-প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা সম্ভব।

ডিজিটাল পেমেন্টের উপর পলিমার নোটের কোনও প্রভাব পড়বে কি না, সে বিষয়ে এখনই মন্তব্য করা সম্ভব নয় বলেও জানিয়েছে আরবিআই। তাদের বক্তব্য, নোট নিয়মিতভাবে প্রচলনে আসার পরেই এ বিষয়ে মূল্যায়ন করা যাবে।

আরবিআই আরও জানিয়েছে, নগদ অর্থ ও ডিজিটাল পেমেন্ট একে অপরের পরিপূরক ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতেও উভয় ব্যবস্থাই পাশাপাশি চলবে।

লোকসভায় লিখিত উত্তরে পঙ্কজ চৌধুরী বলেন, 'কাগজভিত্তিক নোটের পরিবর্তে পলিমারভিত্তিক নোট চালুর কোনও প্রস্তাব বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন নেই।'

ভারতের-নেপাল রেল বাণিজ্যে ঐতিহাসিক মাইলফলক, কলকাতা বন্দর থেকে প্রথম সরাসরি কনটেনার মালবাহী ট্রেন পৌঁছাল বিরাটনগরে

গুয়াহাটি, ২৭ জুলাই (আইএএনএস) : ভারত-নেপাল রেল সংযোগে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। প্রথমবারের মতো ৪০টি ওয়াগন নিয়ে ক্যানোলা পণ্যবাহী একটি বাণিজ্যিক কনটেনার মালবাহী ট্রেন সরাসরি কলকাতা বন্দর থেকে নেপালের বিরাটনগর কাস্টমস ইয়ার্ডে সফলভাবে পৌঁছেছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা সোমবার জানান, এই ঐতিহাসিক যাত্রার মাধ্যমে সংশোধিত ভারত-নেপাল রেল ট্রানজিট প্রোটোকল কার্যকর হয়েছে এবং দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত-পার বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

তিনি জানান, সংশোধিত ট্রানজিট ব্যবস্থার আওতায় কলকাতা বন্দর থেকে বিরাটনগর পর্যন্ত কোনও সীমান্ত ট্রান্সশিপমেন্ট ছাড়াই সরাসরি রেলপথে বৃহৎ পরিমাণ পণ্য পরিবহণ সম্ভব হয়েছে। এর ফলে পণ্য পরিবহণের সময়, লজিস্টিক ব্যয় এবং মাল খালাসের ঝামেলা কমবে। পাশাপাশি ভারত ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্য আরও দ্রুত ও কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শর্মা বলেন, এই সাফল্যের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল বিহারের জোগবনি (ভারত) থেকে নেপালের বিরাটনগর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ চালুর মাধ্যমে। ২০২৩ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তৎকালীন নেপালের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে এই রেল সংযোগের উদ্বোধন করেছিলেন।

এরপর ২০২৫ সালের নভেম্বরে সংশোধিত 'লেটার অব এক্সচেঞ্জ'-এ স্বাক্ষরের পর নেপালের উদ্দেশ্যে সরাসরি বাণিজ্যিক রেলপথে পণ্য পরিবহণ বাস্তবে রূপ নেয়।

এনএফআরের দাবি, এই মাইলফলক আন্তর্জাতিক রেল সংযোগ সম্প্রসারণে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রমাণ। এর ফলে ভারত-নেপাল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আরও গতিশীল হবে, লজিস্টিক পরিষেবা উন্নত হবে এবং আধুনিক রেল পরিকাঠামোর মাধ্যমে আঞ্চলিক সংযোগ জোরদারে ভারতের প্রতিশ্রুতি আরও সুদৃঢ় হবে।

শর্মা আরও জানান, ভবিষ্যতেও সীমান্ত-পার রেল সংযোগ সম্প্রসারণ, মালবাহী পরিষেবার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ভারত-নেপাল অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে এনএফআর কার্যকর, নির্ভরযোগ্য ও গ্রাহকমুখী রেল পরিষেবা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এদিকে, এনএফআরের তত্ত্বাবধানে নির্মীয়মাণ আগরতলা-আখাউড়া (বাংলাদেশ) রেল সংযোগ প্রকল্পও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটি চালু হলে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ আরও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ: জনগণের প্রতি ধলাই জেলার জেলাশাসকের পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই: বন্যা, ঘূর্নিঝড়, ভারি বর্ষণ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে ধলাই জেলার জেলাশাসক কিছু পরামর্শমূলক নির্দেশিকা জারি করেছেন। নাগরিকদের জন্য ধলাই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে-১) আধার কার্ড/ ভোটার আইডি/ প্যান কার্ড। বার্থ সার্টিফিকেট/ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট। জমি ও সম্পত্তির দলিলপত্র/ ব্যাংকের পাস বই ও চেক বই/ বীমা পলিসির কাগজপত্র/ পাসপোর্ট/ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রকে জলে ভিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে এগুলিকে ওয়াটারপ্রুফ ফোল্ডার, জিফলক ব্যাগ বা প্লাস্টিকের কন্টেনারে সংরক্ষিত রাখা।

গুরুত্বপূর্ণ কাজগপত্র হাতের কাছেই রাখা যাতে প্রয়োজনে উদ্ধারকার্যের সময় এগুলি সহজেই বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র স্ক্যান করে তার প্রতিলিপি ক্লাউড স্টোরেজ বা ইমেইল কিংবা পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত মোবাইল ফোনে রাখুন। জরুরি ওষুধপত্র, মোবাইল চার্জার, টর্চলাইট, ব্যাটারি ও অন্যান্য আপতকালীন সরঞ্জাম ওয়াটারপ্রুফ ইমারজেন্সি কিট-এ সংরক্ষিত রাখুন। অলংকার ও জরুরি ইলেকট্রনিক ডিভাইস ওয়ারপ্রুফ কন্টেনার কিংবা উঁচু জায়গায় রাখুন।আপতকালীন পরিস্থিতিতে সহায়তার জন্য ডিস্ট্রিক্ট ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টারের (ঙ্কক্কঞ্জঞ্চ) ল্যান্ডলাইন ০৩৮২৬২৬৭-২৬১ (টোল ফ্রি) এবং মোবাইল নম্বর- ৬৯০৯৩৫৮৮২৫ এবং পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় প্রশাসনের ফোন নম্বর হাতের কাছে রাখুন।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও আবহাওয়া দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের নির্দেশিকা সম্পর্কে অবহিত থাকুন। প্রশাসন যদি বাসস্থান ছেড়ে কোন নিরাপদ স্থানে কিংবা ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে বলে তাহলে দেরি না করে তাই করুন এবং কর্তৃপক্ষ যতক্ষণ না নিরাপদ বলে ঘোষণা করছে ততক্ষণ বাড়িতে ফিরে যাবেন না। আপদকালীন পরিস্থিতিতে যদি বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে হয় তাহলে বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু, দিব্যাঙ্গজন ও গর্ভবতী মহিলাদের আগে স্থানান্তরিত হতে সাহায্য করুন এবং তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র যাতে সাথে নিয়ে যায় তা নিশ্চিত করুন। বন্যায় প্লাবিত হওয়া সড়ক, ব্রীজ ও জল জমে থাকা এলাকা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না এবং কোন সংবাদের সত্যতা যাচাই না করে তা প্রচার করবেন না এবং বিশ্বাস করবেন না।

কৈলাসহরে মৎস্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তিনটি দপ্তরের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ জুলাই: কৈলাসহর সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে আজ প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর, মৎস্য দপ্তর ও তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাসের সভাপতিত্বে এই তিনটি দপ্তরের কাজকর্ম বিষয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. নীরজ কুমার চঞ্চল, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ভাস্বর ভট্টাচার্য, ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ্য সাহা, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তিময় দেববর্মা, কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক এন. এস. চাকমা সহ বিভিন্ন ব্লকের বিডিও ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির পদস্থ আধিকারিকগণ।

পর্যালোচনা সভা শুরু হওয়ার আগে মৎস্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, ঊনকোটি জেলায় এই তিনটি দপ্তরের বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি, সমস্যা এবং সমাধানের বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে। তিনি বলেন, এ ধরনের পর্যালোচনা বৈঠকের ফলে দপ্তরগুলির কাজের গতি অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন জেলার চাহিদা বিবেচনায় রেখে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে পোল্ট্রি, হাঁসপালন, ছাগল পালন সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে তাদের যুক্ত করা হচ্ছে। তাতে গ্রামীণ অর্থনীতি আরও সুদৃঢ় হচ্ছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাসও উপস্থিত ছিলেন।

উদয়পুরে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জুলাই: গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ জেলাশাসকের অফিসের কনফারেন্স হলে শিশু সুরক্ষার জন্য সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা বিষয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় শিশু শ্রমিক, শিশু সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে জেলা প্রশাসন, বিভিন্ন পঞ্চায়েত এবং সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ আচার্য, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পিস স্টাডিস-এর সহঅধিকর্তা অরুণাভ গোস্বামী, ন্যাশনাল ল'' ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ড. দেবশ্রী দেবনাথ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

মধ্য কাশিপুর ইছামুয়া মসজিদ কমিটির মানবিক উদ্যোগ বিরল রোগে আক্রান্ত ২২ মাসের শিশু মনুশ্রীর পাশে দাঁড়ালেন সবাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ জুলাই: মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল মধ্য কাশিপুর ইছামুয়া মসজিদ কমিটি। ধর্ম বর্ণের ঊর্ধে উঠে বিরল রোগে আক্রান্ত ২২ মাসের শিশু মনুশ্রী চৌধুরীর চিকিৎসার জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন কমিটির সদস্যরাই।সোমবার মসজিদ কমিটির সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষসহ অন্যান্য সদস্যরা হাঁপানিয়ায় অবস্থিত মনুশ্রীর বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় শিশুটির চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য ১০ হাজার টাকার একটি চেক মনুশ্রীর মা কৃষ্ণা ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দেওয়া হয়।মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, মানবতার সেবাই তাদের মূল লক্ষ্য। অসহায় ও সংকটাপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। ছোট্ট মনুশ্রীর সুস্থতা কামনা করে সমাজের সকল বিত্তবান ও সহৃদয় মানুষের কাছে তার চিকিৎসায় এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান তারা।এ সময় উপস্থিত ছিলেন মধ্য কাশিপুর ইছামুয়া মসজিদ কমিটির সভাপতি আব্দুর রহিম চৌধুরী, সম্পাদক জাবির হোসেন, কোষাধ্যক্ষ আতিকুল ইসলামসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন খেদমত আল ইনসান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জালাল মিয়া এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী অহিদ মিয়া।এই উদ্যোগ প্রমাণ করে, মানবিকতা ও সহমর্মিতার কোনো ধর্ম, বর্ণ বা পরিচয় নেই। বিপদে আপদে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়েই সমাজে সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও মানবিক মূল্যবোধ আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। উপস্থিত সকলেই শিশু মনুশ্রীর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তার চিকিৎসার জন্য সহযোগিতার আবেদন জানান।

আইজিএম হাসপাতালে বিনামূল্যে ৩৩ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই: আইজিএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে উন্নত ও মানসম্পন্ন চক্ষু চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত চক্ষু রোগীদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। এই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে আইজিএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে গত ৭ জুলাই থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত বিনামূল্যে চোখের ছানি অস্ত্রোপচার শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মোট ৩৩ জন রোগীর সফলভাবে বিনামূল্যে ছানি অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়েছে। এই অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালনা করেন আইজিএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ মধুসূদন দাস, ডাঃ শিউলি দাস, ডাঃ শতরূপা দাস, ডাঃ রবীন্দ্র দাস, ডাঃ শ্যামরূপ ভট্টাচার্য, ডাঃ দীপঙ্কর ভৌমিক এবং ডাঃ অলকানন্দা সাহা।

কর্মশালার সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট বৈশালী দেবনাথ, নার্সিং অফিসার নূপুর চক্রবর্তী, শিপ্রা ঘোষ ও কৃষ্ণা ভট্টাচার্য এবং হাসপাতালের অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হওয়ার পর রোগীর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে তাঁদের প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং সুরক্ষার জন্য কালো চশমা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী ফলো-আপ পরিষেবাও নিশ্চিত করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিনামূল্যে উন্নতমানের চিকিৎসা সুবিধা পেয়ে উপকৃত রোগীরা আইজিএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্বাস্থ্যকর্মীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

যৌথ অভিযানে ৪৫.৫ কেজি

● আটের পাতার পর

চালান। অভিযানে একটি নির্জন স্থানে মজুত করে রাখা ৪৫ কেজি ৫০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া গাঁজা পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য সোনামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই সীমান্তবর্তী এলাকায় এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুত করে রাখা হয়েছিল। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে তল্লাশি ও তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার রুখতে বিএসএফের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে চালানো হবে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে খোয়াই জেলার উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই: সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়-এর সভাপতিত্বে আজ খোয়াই জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জেলার চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় জেলার বিভিন্ন দপ্তরের চলমান উন্নয়নমূলক কাজ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে জেলার সার্বিক উন্নয়ন আরও দ্রুত হবে। তিনি উপস্থিত আধিকারিকগণকে স্বচ্ছতা, নিষ্ঠা ও জনসেবার মনোভাব নিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান।

সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক রজত পন্থ। তিনি জেলার চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন। এরপর বিভিন্ন দপ্তরের জেলা আধিকারিকগণ তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরের চলমান প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উপস্থিত জনপ্রতিনিধিগণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁরা বলেন, উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় বজায় রেখে প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ দ্রুত এর সুফল লাভ করতে পারেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক রণজিৎ দেববর্মা, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, এমডিসি উৎপল দেববর্মা, এমডিসি রাজেশ্বর দেববর্মা, এমডিসি প্রসমিত দেববর্মা ও এমডিসি জেমস দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সনদ্বয়, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া ও কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ এবং তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর, মুঙ্গিয়াকামী, পদ্মবিল ও খোয়াই ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যানগণ। উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন দাস, খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ, জেলা বনাধিকারিক অশোক কুমার, অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য ও অভিজিৎ চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক, জেলার অন্তর্গত ছয়টি ব্লকের বিডিওগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

আগামী ৩১ জুলাই দক্ষিণ ত্রিপুরা

● আটের পাতার পর

সেদিন মুখ্যমন্ত্রী ঋষ্যমুখ ব্লকের দক্ষিণ মতাইয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক নেশামুক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টের চতুর্থ সিজনের শুভ উদ্বোধন করবেন। পাশাপাশি মাড ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সিজনের সমাপনি অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন তিনি।

২০২৩ সালে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টটি এবার থেকে খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে ভারত সরকারের ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় এবারের প্রতিযোগিতা হবে। এবছর থেকে অনূর্ধ-১৭ বালকদের পাশাপাশি অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের জন্যও ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। আজকের পর্যালোচনা সভায় সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, মাইলাফ্রু মগ, স্বপ্না মজুমদার সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। উন্নয়ন এবং খেলাধুলা - দুটোকেই গুরুত্ব দিয়ে ৩১ জুলাইয়ের এই সফরকে ঘিরে দক্ষিণ জেলার প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস

● আটের পাতার পর

অনিয়ম কমেনি। বরং আইন প্রণয়নকারী, প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অপরাধীদের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ আরও জোরালো হয়েছে। অতীতে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিদের এনটিএ ও সিবিএসই -এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছে কংগ্রেস।

প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারিকরণের নীতির ফলে দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরা ক্রমশ উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মেধা ও যোগ্যতার পরিবর্তে অর্থ ও রাজনৈতিক আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে তরুণ সমাজের মধ্যে হতাশা বাড়ছে এবং বহু মেধাবী বিদেশমুখী হচ্ছেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে নিট -সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস ও দুর্নীতির অভিযোগের জেরে দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, জাতীয় কংগ্রেস এবং বিভিন্ন বিরোধী দল সমর্থন জানায়। সোনম ওয়াংচুকের অনশন, যন্তর-মন্তরে ছাত্রদের অবস্থান এবং সংসদ অভিযানের মতো কর্মসূচির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

কংগ্রেসের অভিযোগ, আন্দোলন দমনে সরকার পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী ব্যবহার করেছে এবং আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস, জলকামান ও পেলেট গান ব্যবহারের পাশাপাশি নারী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ঘটনাও ঘটেছে। যদিও এসব অভিযোগের বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে এই বিবৃতিতে কোনো প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করা হয়নি।

বিবৃতিতে আরও দাবি করা হয়েছে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে না। শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত সংস্কার প্রয়োজন। পাশাপাশি ছাত্র আন্দোলনের সময় বলপ্রয়োগের নির্দেশ কার ছিল, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ব্যাখ্যা দাবি করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আহত ছাত্রছাত্রী ও দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের আহ্বান, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং পরীক্ষার্থীদের ন্যায়বিচারের দাবিতে ছাত্র-যুব সমাজসহ সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে গণআন্দোলনে শামিল হতে হবে।

রাজস্ব দপ্তরের আধুনিক উদ্যোগগুলি

● আটের পাতার পর

আরও উন্নত করার পরিকল্পনা রয়েছে। খুব শীঘ্রই আগরতলা পুরনিগম এলাকায় এর মাঠপর্যায়ের পরীক্ষা শুরু হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে অ্যাগ্রি-স্ট্যাক সংস্কার নিয়েও পর্যালোচনা করেন। রাজস্ব ও কৃষি দপ্তর যৌথভাবে এই ডিজিটাল উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এর মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষক নিবন্ধন, জমির ডিজিটাল মানচিত্র এবং ফসলের তথ্যভান্ডার তৈরি হবে। এতে সরকারি সুবিধা দ্রুত পৌঁছাবে, কৃষি পরিকল্পনা আরও উন্নত হবে এবং সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা বাড়বে।

বর্তমানে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার আইনের আওতায় ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্টের পৃথক নামজারির ব্যবস্থা নেই। তাই প্রয়োজনীয় আইনি সংশোধনের জন্য বিষয়টি মন্ত্রিসভায় তোলার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি আধুনিক জরিপ যন্ত্র ব্যবহার করে ভূ-নকশা প্রকল্পের অধীনে বাকি প্রায় ৫ লক্ষ প্লটের ডিজিটাল সীমানা নির্ধারণ এবং ১,৩১, ০০০টি বন পাট্টা জমির সীমানা নির্ধারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে পারস্পরিক সমন্বয়, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নিয়মিত নজরদারির মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে এই সংস্কারগুলি বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগগুলি সুশাসনকে আরও শক্তিশালী করবে, সরকারি পরিষেবা উন্নত করবে, বিনিয়োগ বাড়াবে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করবে এবং ত্রিপুরায় আধুনিক, স্বচ্ছ ও ডিজিটাল রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব কিরণ গিত্যে, রাজস্ব দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে এবং অতিরিক্ত সচিব সুভাষ চন্দ্র সাহা। এছাড়াও রাজ্যের আটটি জেলার জেলাশাসকগণ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠকে অংশ নেন।

অঙ্গন

জুয়ালার হ্যাটট্রিকসহ ৪ গোলেই মৌচাককে উড়িয়ে দিল ত্রিবেণী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী "সোনার তরী" বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো ত্রিবেণী সংঘ। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে নৈশালোকে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ১৯তম ম্যাচে মৌচাক ক্লাবকে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছে তারা। ত্রিবেণী সংঘের এই একপেশিয়া জয়ের নায়ক লাইমাঙ্গাই জুয়ালা, যার আগুনে ফর্মে চার-চারটি গোলেই আসে তাঁর পা থেকে। ম্যাচের ২৯ মিনিটে প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ৪১, ৫০ এবং ৬০ মিনিটে পরপর ৩টি গোল করে তিনি অসাধারণ এক ডাবল-হ্যাট্রিক-সদৃশ চার গোলের নজির গড়েন। তবে ম্যাচটিতে উত্তেজনার পারদও কম ছিল না; খেলার ৩৯ মিনিটে মৌচাক ক্লাবের কৌতাল জমাতিয়া এবং ৬৯ মিনিটে কর্ণ কলই, ত্রিবেণী সংঘের লাইমাঙ্গাই জুয়ালা ও রিচার্ড ভান লাল থুয়ামাকে হলুদ কার্ড দেখান ম্যাচ রেফারি। পুরো ম্যাচটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন প্রধান রেফারি পঙ্কজ চক্রবর্তী, সহকারী খোকন সাহা, সুশান্ত দাস ও উজ্জ্বল দাস। চলতি বি-ডিভিশন লিগে দুই দলের পথচলা পরিলক্ষিত হয়েছে বিশাল বৈপরীত্য। মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে জয়টি ছিল ত্রিবেণী সংঘের টানা পঞ্চম সাফল্য; এর আগে তারা ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে ৪-২, সরোজ সংঘকে ২-১, বীরেন্দ্র ক্লাবকে ২-০ এবং বিবেকানন্দ ক্লাবকে ৬-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের অপরাজেয় অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। অন্যদিকে, চতুর্থ ম্যাচে এসে মৌচাক ক্লাবের পরাজয়ের হতাশা আরও বৃদ্ধি পেল। তারা নিজেদের প্রথম খেলায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সঙ্গে ২-২ এবং দ্বিতীয় ম্যাচে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচে নবোদয় সংঘের কাছে ১-৩ গোলের হারের পর এবার ত্রিবেণী সংঘের কাছে এই চার গোলের বড় পরাজয় তাদের নকআউট বা পরবর্তী রাউন্ডে ওঠার সমীকরণকে অনেকটাই কঠিন করে তুললো।

ফুটবল: আজ নৈশালোকে সরোজ সংঘ ও বিবেকানন্দ ক্লাবের হাইভোল্টেজ ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে আগামীকাল, মঙ্গলবার এক জমজমাট লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম। টুর্নামেন্টের ২০তম ম্যাচে আগামীকাল সন্ধ্যা ঠিক ৬টায় ফ্লাডলাইটের নৈশালোকে মুখোমুখি হতে চলেছে সরোজ সংঘ এবং বিবেকানন্দ ক্লাব। লিগে উভয় দলের জন্যই এটি পঞ্চম ম্যাচ হতে যাচ্ছে। টুর্নামেন্টের পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে এবং জয়ের ধারায় ফিরতে দুই দলের কাছেই এই ম্যাচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ফলে শুরু থেকেই মাঠে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পূর্ণ সম্ভাবনা দেখছেন স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীরা। চলতি টুর্নামেন্টে দুই দলেরই পারফরম্যান্সে তীব্র ওঠানামা দেখা গেছে। সরোজ সংঘ তাদের মিশন শুরু করেছিল নবোদয় সংঘকে ৫-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই তারা ত্রিবেণী সংঘের কাছে ১-২ গোলে ধাক্কা খায়। তৃতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ১-০ গোলে পরাজিত করলেও, চতুর্থ ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের। অন্যদিকে, বিবেকানন্দ ক্লাব তাদের প্রথম খেলায় বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শুভসূচনা করে। দ্বিতীয় ম্যাচে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে ৩-৩ গোলের নাটকীয় ড্র এবং তৃতীয় ম্যাচে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিলেও, চতুর্থ ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের কাছে ০-৬ গোলের বড় ব্যবধানে পরাস্ত হতে হয় তাদের। আগের ম্যাচের ধাক্কা সামলে জয়ের সরণিতে ফেরাই এখন উভয় দলের প্রধান লক্ষ্য।

কমনওয়েলথে ভারতকে প্রথম সোনা এনে দিলেন মীরাবাই চানু! জাতীয় সঙ্গীতের সময় কান্না সোনার হ্যাটট্রিক করা মেয়ের

অবশেষে কমনওয়েলথ গেমসের চতুর্থ দিন সোনার পদক এল ভারতে। এনে দিলেন সেই মীরাবাই চানু। ভারোত্তোলনে মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগে চার রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন তিনি। পদক জিতে মঞ্চে জাতীয় সঙ্গীতের সময় কেঁদে ফেললেন ভারতের সোনার মেয়ে। প্রথম তিন দিন কমনওয়েলথ গেমসে হতাশ করেছেন ভারতীয় প্রতিযোগীরা। চানু তা করলেন না। ৪৮ কেজি বিভাগে আগের দুই কমনওয়েলথেও সোনা জিতেছিলেন তিনি। তাই তাঁর উপর আশা ছিল ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের। নিরাশ করেননি চানু। ২০১৪ সালে নিজের প্রথম কমনওয়েলথ গেমসে রুপো জিতেছিলেন তিনি। অর্থাৎ, চার বার এই প্রতিযোগিতায় নেমে চারটি পদক ভারতকে এনে দিয়েছেন মণিপুরের সোনার মেয়ে। স্ন্যাচ ইভেন্টে প্রথম প্রয়াসে ৮২ কেজি ভার তোলার চেষ্টা করেন চানু। কিন্তু পারেননি। পরের প্রয়াসে অবশ্য ৮২ কেজি ভার তুলে ৪৮ কেজি বিভাগে কমনওয়েলথের নতুন রেকর্ড করেন তিনি। পরের প্রয়াসে ৮৫ কেজি ভার তুলে নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙেন তিনি। ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ইভেন্টে প্রথম প্রয়াসে ১০৫ কেজি ভার তোলার চেষ্টা করেন চানু। পারেননি। পরের প্রয়াসে তুলে ফেলেন। এটিও কমনওয়েলথের রেকর্ড। সব মিলিয়ে মোট ১৯০ কেজি ভার তোলেন চানু। এটিও রেকর্ড। সব মিলিয়ে মোট চারটি রেকর্ড করেছেন তিনি।

পদক নিতে ওঠার পর নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি চানু। যখন ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে, তখন জাতীয় পতাকার দিকে তাকিয়ে বুকে হাত রেখে কেঁদে ফেলেন তিনি। তাঁর চোখের জল দেখে সেখানে উপস্থিত ভারতীয় সমর্থকদেরও অনেকে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। চানুর এই সোনা ভারতকে পদক তালিকায় এক লাফে সাত নম্বরে তুলে এনেছে। কমনওয়েলথে এখনও পর্যন্ত একটি সোনা, একটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত।

চার বছর আগে কমনওয়েলথ গেমসে সুযোগই পাননি। এবার সেই মঞ্চেই রুপোলি সাফল্য। একটা সময় চোট তাঁকে ভুগিয়েছিল। কেরিয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থেকে দলে জায়গা না পাওয়ার যন্ত্রণাও বিদ্ধ করেছিল। সেই সব হতাশা কাটিয়ে গ্লাসগোয় পুরুষদের ৬৫ কেজি বিভাগে দেশকে চতুর্থ পদক এনে দিলেন রাজা মুখোপাধ্যায়। স্ন্যাচ এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে মোট ২৮৬ কেজি ভার তুলে রুপো জিতলেন ভারতীয় ভারোত্তোলক। শুরুটা অবশ্য ভালো হয়নি তামিলনাড়ুর মুখোপাধ্যায়ের। স্ন্যাচে প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলেও ১২৬ কেজি তুলে দ্রুত ছন্দে ফেরেন। ততক্ষণে ১৩৩ কেজি তুলে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন বিদিন। ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১৫৮ কেজিতে ব্যর্থ হওয়ার পর সাহসী সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় ভারোত্তোলক। ওজন বাড়িয়ে ১৬০ কেজি তোলেন। সামগ্রিক ভাবে গেমস রেকর্ডও তাঁর দখলে আসে। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই ১৬৬ কেজি তুলে সেই রেকর্ড ভেঙে দেন বিদিন। শেষ প্রচেষ্টায় ১৭০ কেজি তোলার ঝুঁকি নিয়েছিলেন মুখোপাধ্যায়। সফল হলে সোনার সম্ভাবনা থাকত। সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও রুপো আটকায়নি।

কে এই রাজা মুখোপাধ্যায়? ২০১৯ সালের কমনওয়েলথ ওয়েটলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে স্ন্যাচের সময় ডান কনুইয়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল তাঁর। অস্ত্রোপচারের পরে দীর্ঘ দিন প্রতিযোগিতার বাইরে ছিলেন। চোট সারলেও ২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় দলে জায়গা পাননি। সেই আক্ষেপ ঘুচিয়ে ২০২৪ সালে জাতীয় রেকর্ড গড়েন। ২০২৫ সালে কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জেতেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্স করেন। আর এবার গ্লাসগোয় রুপো জিতলেন।

সোনা হাতছাড়া হওয়ায় খুশি নন মুখোপাধ্যায়। সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে বলেন, "সোনা জিততে না পারায় হতাশ। কোচ আমার উপর ভরসা রেখেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, সোনা জিততে পারব। সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি। রুপোর পদক বাবা-মা এবং কোচ বিজয় শর্মাকে উৎসর্গ করছি। এখান থেকে যা শিখলাম, তা কাজে লাগিয়ে আরও মন দিয়ে অনুশীলন করব। কোচের নির্দেশ মেনে কঠোর পরিশ্রম করব, যাতে ভবিষ্যতে আরও ভালো ফল করতে পারি।" এই ইভেন্টের সোনার পদক মালয়েশিয়ার আজনিল বিন বিদিন মুহাম্মদের ঝুলিতে। ২২৯ কেজি তুলে গেমস রেকর্ড গড়ে তিনি টানা তৃতীয় বার কমনওয়েলথ গেমসে সেরার মুকুট পেলেন। ব্রোঞ্জ পেলেন পাপুয়া নিউ গিনির মোরিয়া বারু। উল্লেখ্য, মীরাবাই চানুর সোনা এবং ঋষিকান্ত সিংয়ের রুপোর পর মুখোপাধ্যায় রুপো জিতলেন। ভারোত্তোলন ও প্যারা পাওয়ারলিফটিং মিলিয়ে ভারতের পদকসংখ্যা পৌঁছল চার। যার মধ্যে একটি সোনা, দু'টি রুপো, একটি ব্রোঞ্জ। সোমবার ভারোত্তোলনে বিন্দিয়ারানি দেবী (৫৮ কেজি), ভল্লুরি অজয় বাবু (৭৯ কেজি) এবং জ্ঞানেশ্বরী যাদব (৫৩ কেজি) নামবেন পদকের লড়াইয়ে।

নতুন কোচের সঙ্গে কথা বলে ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নেবেন কোর্তোয়া

বিশ্বকাপ শেষেই নিজের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ভবিষ্যতের সম্ভাব্য একটি ছবি মেলে ধরেছেন তিবো কোর্তোয়া। তবে শুধু তার চাওয়াই তো শেষ নয়। কোচের ভাবনাও মিলতে হবে একবিন্দুতে। অভিজ্ঞ এই গোলকিপার এখন সেই অপেক্ষাতেই আছেন। নতুন কোচ মার্ক ফন বোমেলের সঙ্গে আলোচনার ওপরই নির্ভর করছে বেলজিয়ামের হয়ে তার সামনের পথচলা।

বিশ্বকাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে স্পেনের কাছে ২-১ গোলে হেরে ছিটকে যায় বেলজিয়াম। কোচ হুডি গাহসিয়ার দায়িত্বও শেষ হয় বিশ্ব আসর দিয়ে।

নতুন কোচ নিয়োগ দিতে খুব একটা সময় নেয়নি বেলজিয়ামের ফেডারেশন। নেদারল্যান্ডসের সাবেক তারকা মার্ক ফন বোমেলকে বেছে নেয় তারা নতুন কোচ হিসেবে। বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ, এসি মিলানে খেলা সাবেক মিডফিল্ডারের সঙ্গে বেলজিয়ামের চুক্তি ২০২৮ ইউরো পর্যন্ত। ৪৯ বছর বয়সী কোচ সবশেষ কোচিং করিয়েছেন ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বেলজিয়ান ক্লাব অ্যান্টেয়ার্পকে।

ফন বোমেলের নিয়োগ খুব বড় বিস্ময় হয়ে আসেনি কোর্তোয়ার কাছে। একটি স্পন্সরশিপ ইভেন্টে তিনি বললেন, দলের কাছ থেকে বাড়তি সম্মান ও সমীহ পাবেন নতুন কোচ।

"এটা আসলে খু বড় চমক নয়, কারণ বেশ কিছুদিন ধরেই তার নাম আলোচনায় ছিল। আমার মনে হয়, তিনি অ্যান্টোয়ার্পে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি শীর্ষস্থানীয় একজন কোচ। অনেক ফুটবলারই তার সম্পর্কে খুব ইতিবাচক কথা বলেন। আমিও তাকে ভালোভাবে জানার জন্য মুখিয়ে আছি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ফন বোমেল নিজে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলেছেন এবং এই ধরনের ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। শীর্ষ পর্যায়ের সেই অভিজ্ঞতা অবশ্যই একটি ইতিবাচক দিক এবং এটি স্বাভাবিকভাবেই ফুটবলারদের কাছ থেকে অনেক সম্মান বয়ে আনে।"

নতুন কোচের সঙ্গে কোর্তোয়ার পথচলা কেমন হবে, সেটিই এখন কৌতূহলের ব্যাপার। ৩৪ বছর বয়সী গোলকিপার বিশ্বকাপ শেষে বলেছেন, জাতীয় দল থেকে তিনি এখনই অবসর নিতে চান না। তবে আপাতত বিরতি চান। সামনের উয়েফা নেশন্সর লিগে তিনি খেলতে চান না।

তার সেই ভাবনা নিয়েই এখন কোচের সঙ্গে কথা বলার অপেক্ষায় তিনি।

"বিশ্বকাপের পর আমি অবশ্যই খেলা চালিয়ে যেতে চাই, কিন্তু এটি তার সাথে আমার আলোচনার উপর নির্ভর করবে। নেশন্স লিগের সময় কিছুটা বিশ্রাম নিতে চাই এবং এ ব্যাপারে আমাদের একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। এরপর সিদ্ধান্ত নেব, খেলা চালিয়ে যেতে চাই কি না।"

বিশ্বকাপে স্পেনের বিপক্ষে চোট পেয়ে তার উঠে যাওয়ার সেই বহু চর্চিত ঘটনা নিয়েও আবার বললেন কোর্তোয়া। সেদিন অসাধারণ পারফর্ম করতে থাকা গোলকিপার ৭১তম মিনিটে উঠে যায় অস্বস্তি নিয়ে। তার বদলি নামা সানা লমেন্সের ভুলের কারণে গোল খেয়ে ম্যাচ হেরে বসে বেলজিয়াম।

ম্যাচের পর কোর্তোয়া বলেছিলেন, তার ব্যথা থাকলেও খেলা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোচের চাওয়ায় তাকে উঠে যেতে হয়েছে। এ দিনের ইভেন্টের সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি।

"আমার শুধু মনে হচ্ছিল যে, গোল কিক আর নিতে পারব না। আমার বদলে কোনো একজন ডিফেন্ডার গোল কিক নিতে পারত। আড়াআড়ি পাস দিতে আমার কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু কোচ বললেন, 'আমরা একমত হয়েছি যে, শুধুমাত্র শতভাগ ফিট ফুটবলাররাই খেলবে।' এই তো। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই।"

তবে ওই সিদ্ধান্ত নিয়ে হতাশা থাকলেও কোচের প্রতি কোনো যে ক্ষোভ নেই তার, সেটিও স্পষ্ট করে বলেছিলেন কোর্তোয়া। আবারও তা মনে করিয়ে দিলেন তিনি।"অবশ্যই আমি হতাশ হয়েছিলাম, কারণ খেলাটা ছিল স্পেনের বিপক্ষে এবং আমরা ভালো ছন্দে ছিলাম। কিন্তু আমার চেয়ে দল বেশি গুরুত্বপূর্ণ।সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়ে গিয়েছিল এবং আমাদের মধ্যে কখনোই কোনো তিক্ততা ছিল না। আমি কখনোই তার (কোচ) সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে চাইনি।"

'দেশকে জেতানো ছাড়া অন্য কিছু মাথায় থাকে না', সিরিজ সেরার নজির গড়ে মন্তব্য বৈভবের

আয়ারল্যান্ড সফরে সুযোগ মেলেনি। ইংল্যান্ডে তিন ম্যাচে খেললেও সাফল্য আসেনি। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, বড় মঞ্চে জন্য এখনও নাকি প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি বৈভব সূর্যবংশী। সমালোচনাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যাট হাতে শাসন চালাল সে। এই প্রথমবার ভারতের সিনিয়র দলের জার্সিতে গোটা টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলল 'বাঁহাতি বিস্ময়'। আর প্রথম সুযোগেই সিরিজসেরা হয়ে ইতিহাস ১৫ বছরের এই ব্যাটারের। পাশাপাশি জিম্বাবোয়েকে চুনকাম করে প্রত্যাবর্তনের মন্ত্র শোনালেন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার।

বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সি ক্রিকেটার হিসাবে টি-টোয়েন্টি সিরিজসেরার পুরস্কার জিতেছে বৈভব। তিন ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান তারই। দু'টি হাফসেঞ্চুরি-সহ তার মোট রানের যোগফল ৫০,২০,৮১ গু ১৫১। যার ফলে ম্যাচের সেরার পাশাপাশি বাঁহাতি তুর্কির ঝুলিতে সিরিজসেরার পুরস্কারও। পুরস্কার হাতে নিয়ে বৈভবের মন্তব্য, "সত্যিই স্বপ্ন পূরণ হল। প্রথমবার ম্যাচসেরা ও সিরিজসেরার পুরস্কার পেলাম। আমি খুবই খুশি।" তবে ব্যক্তিগত সাফল্যের চেয়ে দেশের জয়ই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। "টি-টোয়েন্টিতে আমি এভাবেই খেলি। সব সময় দলের জন্য ভালো শুরু করার চেষ্টা করি। সুযোগ পেলে বড় ইনিংস খেলি। আমার একটাই লক্ষ্য, দেশকে জেতানো। এর বাইরে আর কিছু ভাবি না।" বলছে বৈভব।

ভয়ডরহীন ব্যাটিংয়ের রহস্য ফাঁস করে বৈভবের কথায়, "অনুশীলনেও আমি একইভাবে খেলি। সেখানে যা করি, ম্যাচে সেটাই প্রয়োগের চেষ্টা করি।" জিম্বাবোয়েতে নিজের সুখস্মৃতির কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে বৈভব। ১৫ বছরের তারকার মন্তব্য, "এই মাঠে খেলতে আমার সব সময় ভালো লাগে। এখানেই অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছি। অধিনায়ক, কোচ ও দলের সবাই আমার উপর ভরসা রেখেছেন। সেই ভরসার মর্যাদা দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে।"

অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারও তরুণ ক্রিকেটারদের প্রশংসায় ভরিয়ে দেন। তিনি বলেন, "সবাই দেখেছে ওরা কতটা ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলেছে। তরুণরা দারুণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলেছে। অধিনায়ক হিসাবে এর থেকে বেশি কিছু চাওয়ার থাকে না।" দলের সাফল্যের রহস্য নিয়ে শ্রেয়স বলেন, "আমরা ফল নিয়ে ভাবিনি। সবাইকে বলেছিলাম নিজের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে। পরিস্থিতি যেমনই হোক, ভয় না পেয়ে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে হবে। ছেলেরা সেটাই করেছে। তাই আমরা জিতেছি।"অবশেষে স্বস্তি পেয়েছেন শ্রেয়স আয়ার। অবশেষে জিতেছেন তিনি। ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসাবে শুরুতে পর পর দুই সিরিজে হারতে হয়েছিল শ্রেয়সকে। তৃতীয় সিরিজে জিতেছেন তিনি। জিম্বাবোয়েকে চুনকাম করে প্রত্যাবর্তনের মন্ত্র শেখালেন শ্রেয়স।

শ্রেয়সের মতে, ভয়ডরহীন ক্রিকেটই জয়ে ফিরিয়েছে তাঁদের। খেলা শেষে তিনি বলেন, "আমরা সকলেই দেখলাম, কী ভয়ডরহীন ক্রিকেটই না ওরা খেলল। অল্পবয়সি দুর্দান্ত কিছু ক্রিকেটার মাঠে নেমে দাপিয়ে বেড়াল। বিশেষ করে পর পর দু'দিন খেলতে হলে যে পরিশ্রম করতে হয়, সেটা ওরা দেখিয়েছে। অধিনায়ক হিসাবে এর থেকে বেশি কী চাই।" দলে বেশির ভাগই তরুণ ক্রিকেটার। তাই কি তাঁকে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে হয়েছে? শ্রেয়স তেমনটা মানতে রাজি নন। তাঁর মতে, আইপিএলে খেলার জন্য এখন সকলেই অনেক অভিজ্ঞ। তিনি বলেন, "রেকর্ড দেখলে বুঝবেন, আমিও তো ৫৫-৬০টা ম্যাচই খেলেছি। এই দলের অনেকেই অতগুলো ম্যাচ খেলেছে। তা ছাড়া আইপিএলে খেলায় কারও অভিজ্ঞতা কম নয়। তাই যখনই মাঠে নেমেছি, সকলকে স্বাধীনতা দিয়েছি। মনের আনন্দে খেলতে বলেছি। তখনই সকলের কাছে সেরাটা বার করা যায়। সেটাই হয়েছে।"

ব্যাটিং, বোলিং, দুই বিভাগেই দাপট দেখিয়েছে ভারত। হ্যাঁ, বেশ কিছু ক্যাচ পড়েছে, কিন্তু এখন ও সব ভাবতে চাইছেন না শ্রেয়স। তিনি বলেন, "দলের অধিনায়ক হিসাবে এটাই তো দেখতে চেয়েছিলাম। ব্যাটিং, বোলিং দুই বিভাগেই আমরা আগুন ঝরিয়েছি। দাপট দেখিয়েছি। প্রতিপক্ষকে দুরমুশ করেছি। এটাই তো চাই। এই ধারাবাহিকতাই আগামী দিনে বজায় রাখতে হবে। জানি, বাধা আসবে। কঠিন পরিস্থিতি আসবে। কিন্তু একটা দল হিসাবে এ ভাবেই সাহস দেখিয়ে এগিয়ে যাব।"

টানা দুই সিরিজে হারের পর কী ভাবে প্রত্যাবর্তন ঘটাল ভারত? বাকিদের কী বলেছিলেন শ্রেয়স? সেই জবাবও দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। তিনি বলেন, "আমরা ফলাফলের কথা ভাবিনি। সকলকে বলেছিলাম, নিজেদের স্বাভাবিক খেলা খেলতে হবে। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, ভয় না পেয়ে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে বলেছিলাম। সেটাই ওরা করে দেখিয়েছে। তাই জিতেছি।"

৫৯ বছর বয়সে কিং কাজুর গোল

দীর্ঘ প্রায় চার বছর পর, প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে আবার গোল করলেন কাজুইয়োশি মিউরা। এমপেরোর্স কাপে ইওয়াকি ফুরুকাওয়ার বিপক্ষে দলের গোল উৎসবের ম্যাচে নিজের গোল খরাও কাটান ৫৯ বছর বয়সী জাপানের এই আইকনিক ফুটবলার।

জাপানের এই কাপ টুর্নামেন্টে শনিবার ম্যাচটি ৭-০ গোলে জিতেছে মিউরার দল ফুকুশিমা ইউনাইটেড। নিজ দেশে 'কিং কাজু' নামে পরিচিত এই ফরোয়ার্ড সতীর্থের কাটব্যাক পেয়ে দলের পঞ্চম গোলটি করেন। এদিন তার বয়স ছিল ৫৯ বছর ১৪৯ দিন।তার গোলটিতে মাঠে ও বেঞ্চের সতীর্থদের উদযাপন ছিল দেখার মতো। এর তিন মিনিট পরই তাকে তুলে নেন কোচ।এর আগে মিউরা সবশেষ গোল করেছিলেন ২০২২ সালের নভেম্বরে, সুজুকা পিজির হয়ে (এখন অবশ্য দলটির নাম আতলেতিকো সুজুকা), জাপানের ফুটবল লিগে ওসাকার বিপক্ষে হারের ম্যাচে।আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে মিউরার বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হবে। তার অভিষেক হয় ১৯৮৬ সালে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সান্তোসের হয়ে। এর চার বছর আগে, পেশাদার ফুটবলার হওয়ার স্বপ্নে সেখানে পাড়ি জমান তিনি। এরপর দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ইতালির জেনোয়া, ক্রোয়েশিয়ার ডায়নামো জাগরেব, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি এফসির মতো ক্লাবে খেলেছেন। এছাড়া পর্তুগালের অলিভেইরেন্সের হয়েও খেলেছেন।

পেশাদার ফুটবলে অভিষেকের চার বছর পর তিনি ডাক পান জাতীয় দলে। ১০ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ৮৯ ম্যাচে গোল করেছেন ৫৫টি। ১৯৯৮ সালে জাপানের প্রথম বিশ্বকাপ দল থেকে তার বাদ পড়াটা ছিল আলোচিত ঘটনা। ২০০০ সালে তিনি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেন।তবে ফুটবলের প্রতি ভালোবাসায় এখনও খেলে চলেছেন মিউরা। গত ডিসেম্বরে ইয়োকোহামা এফসি থেকে ধারে ফুকুশিমায় যোগ দেন তিনি। এই বছরের শুরুতে ছয়টি ম্যাচ খেলার পর, ২০২৭ পর্যন্ত ধারের চুক্তি বাড়িয়ে জে-৩ লিগের এই ক্লাবেই থাকার সিদ্ধান্ত নেন জাপানের এই গ্রেট ফুটবলার।

বক্সিং রিংয়ে দ্যুতি ছড়িয়ে বীর সেনাদের জয় উৎসর্গ জাদুমণির

গতকাল দেশজুড়ে পালিত হয়েছে কারগিল বিজয় দিবস। ১৯৯৯ সাল। রীতিমতো পরিকল্পনা করে লাদাখের কারগিল জেলা দখল করেছিল পাকিস্তানি সেনা। এরপরই শুরু হয় লড়াই। যা রূপ নেয় ঐতিহাসিক কারগিল যুদ্ধের। ২৬ জুলাই আসে সেই ঐতিহাসিক দিন। পাক সেনাকে পরাস্ত করে ভারত। কারগিল বিজয় দিবসে পাকিস্তানকে বক্সিংয়ে পরাস্ত করলেন জাদুমণি সিং মান্দেংবাম। পাক প্রতিদ্বন্দ্বীকে উড়িয়ে জয় উৎসর্গ করলেন কারগিলের বীর সেনাদের।পুরুষদের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পাকিস্তানের সুমামা রহমানকে ৫-০ ব্যবধানে হেলায় হারিয়ে শেষ আটে জায়গা করে নিলেন মণিপরি বক্সার। জাদুমণি নিজে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য। রিংয়ে শুরু থেকেই অপ্রতিরোধ্য ছিলেন তিনি। প্রথম রাউন্ডে প্রতিপক্ষকে বুঝে নিতে সময় নিলেও, এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ভারতীয় বক্সারের দুর্দান্ত সব হুক, নিখুঁত স্ট্রেটের কোনও জবাব ছিল না পাকিস্তানের বক্সারের সামনে।দ্বিতীয় রাউন্ডে জাদুমণির ডান হাতের জোরাল ঘুষিতে বিপাকে পড়েন পাক বক্সার। স্ট্যান্ডিং কাউন্ট নিতে বাধ্য হন তিনি। তাতেই কার্যত ম্যাচের রাশ চলে আসে ভারতীয় বক্সারের হাতে। শেষ রাউন্ডে রিংয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষকে এগিয়ে আসার আমন্ত্রণও জানান তিনি। কিন্তু প্রতি বারই গতির সঙ্গে পালটা আক্রমণে পাক বক্সারকে টেক্কা দেন জাদুমণি। পাঁচ বিচারকই ভারতের বক্সারের পক্ষেই রায় দেন।ঐতিহাসিক কারগিল বিজয় দিবসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের পর ২২ বছর বয়সি ভারতীয় বক্সার বলেন, "এই জয় কারগিলের বীরদের উৎসর্গ করতে চাই। পরের ম্যাচগুলোয় প্রতিপক্ষদের হারিয়ে ভারতের জন্য সোনা জিততে চাই।" আর একটি জয় পেলেই কমনওয়েলথ গেমসে পদক নিশ্চিত হবে তাঁর। ভারতের মহিলা বক্সার প্রীতি পাওয়ারও কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। এশিয়ান গেমসের ব্রোঞ্জজয়ী প্রীতি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মালাউইয়ের ডেবোরাহ এমতেনজেকে হারান তিনি। তবে দিনের আলো কেড়ে নিল জাদুমণির পাকিস্তান-বধের পর কারগিলের বীরদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার সাত দিন পরেও লড়াই থামছে না স্পেন-আর্জেন্টিনার!

বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে এক সপ্তাহ আগে। কিন্তু এখনও স্পেন ও আর্জেন্টিনার লড়াই থামছে না। ফাইনাল শেষে স্পেনের ফুটবলারদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করেন আর্জেন্টিনার ফুটবলারেরা। এই ঘটনা নিয়েই বিবাদ চলছে। বিশ্বকাপ শেষে দানি অলমোকে ধাক্কা মারার ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছিলেন আর্জেন্টিনার সহকারী কোচ রবার্তো আয়ালা। তাঁকে পাল্টা দিয়েছেন স্পেনের ফুটবলার দানি অলমো।

অলমোর দাবি, মন থেকে ক্ষমা চাননি আয়ালা। তিনি বলেন, "ও দাবি করছে যে, মন থেকে ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু যে মন থেকে ক্ষমা চাইবে, সে কখনওই বলবে না, একটা কথার জবাবে ও আমাকে ঘুষি মারতে গিয়েছিল। ও মিথ্যা কথা বলছে। আমি ওকে কিছুই বলিনি। অন্তত সত্যি বলার সাহস তো দেখাও।"

ফাইনাল শেষ হওয়ার পরেই দু'দলের কোচ এবং ফুটবলারেরা ঝামেলায় জড়ান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্পেনের অধিনায়ক রদ্রির সঙ্গে আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার নিকোলাস ওটামেন্ডি তর্ক শুরু করেন। লিয়ান্দ্রো পারেদেস ধাক্কা মেরে ফেলে দেন গাভিকে। আয়ালাও ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। বিভিন্ন ভিডিয়ো থেকে দেখা গিয়েছে, তিনি স্পেনের অলমোর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করেছেন।

সেই ঘটনার পর আয়ালা বলেন, "অবশ্যই ওই ঘটনার জন্য দুঃখিত। কারণ আমি যে পদে কাজ করি, সেখানে থেকে কোনও আবেগ বা বিপক্ষের প্ররোচনায় প্রভাবিত হওয়া মানায় না। নিজের মেজাজ এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। আমি দুঃখিত। যা হয়েছে সেটা ওখানেই থেকে গিয়েছে। আর ভাবতে চাই না।"

আয়ালা আরও বলেছেন, "আমি যে জিনিস যেখানে ফেলে আসি, সেখানেই রেখে দিই। আমি স্রেফ একটা ধাক্কা দিয়েছিলাম। ঘুষি মেরেছি বলে যা রটানো হচ্ছে সেটা মোটেই ঠিক নয়। ও কিছু একটা বলেছিল। তারই প্রতিক্রিয়া ছিল। যদি দেখা হয় তা হলে অলমোর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।"

আয়ালা জানিয়েছেন, সে দিন নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। নিজের আচরণের সম্পূর্ণ দায় নিয়েছেন। বলেছেন, "লজ্জাজনক ঘটনা ঘটিয়েছি। সত্যিটা মেনে নিতেই হবে। ম্যাচের পর দেখেছিলাম মাঠে ঝগড়া চলছে। আমি নিজের ফুটবলারদের বাঁচাতে গিয়েছিলাম। যা করেছি তার সম্পূর্ণ দায় আমার। আমি চেয়েছিলাম মাঠে গিয়ে দু'দলের ফুটবলারদের আলাদা করে দিতে। কিন্তু কখনও-সখনও নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। তবে কোনও অজুহাত দিতে চাই না।"

রাজস্ব দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

রাজস্ব দপ্তরের আধুনিক উদ্যোগগুলি সুশাসনকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি স্বচ্ছ ও ডিজিটাল রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। রাজ্যের ভূমি প্রশাসনকে আরও আধুনিক করার ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব সংস্কার বিষয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফরমেশন-এর কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অটোমেটিক মিউটেশন, চা-বাগান সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়, সার্কেল রেট যৌক্তিকীকরণ, নকশা প্রকল্প এবং অ্যাগ্রি-স্ট্যাক বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে প্রযুক্তিনির্ভর, স্বচ্ছ ও সাধারণ মানুষের জন্য সহজ ভূমি প্রশাসন গড়ে তোলার ওপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

বৈঠকের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল অটোমেটিক মিউটেশন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় জমি নিবন্ধনের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভূমির রেকর্ড হালনাগাদ তথা নামজারি হবে। ফলে সরকারি দপ্তরে বারবার যেতে হবে না, কাজ দ্রুত হবে এবং মানুষের ভোগান্তিও কমবে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতে স্বচ্ছতা বাড়বে, দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা কাজ কমবে এবং মানুষ দ্রুত ও নির্ভুল ভূমি-সংক্রান্ত পরিষেবা পাবেন। তিনি এই ব্যবস্থা ত্রিপুরায় চালুর আগে অন্যান্য রাজ্যে চালু হওয়া এই ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার নির্দেশ দেন।

চা শিল্প সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রস্তাব বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে চা-পর্যটনের প্রসার, অব্যবহৃত চা-বাগানের জমির সদব্যবহার, অপ্রয়োজনীয় মামলা কমানো এবং বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ। এর ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি চা শিল্প আরও শক্তিশালী হবে এবং চা শ্রমিক সহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ রক্ষা হবে এবং রাজ্যের অর্থনীতি উপকৃত হবে।

বৈঠকে নকশা প্রকল্পের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয়। আধুনিক জরিপ প্রযুক্তি ও উচ্চমানের জিও-স্পেশিয়াল ম্যাপিং ব্যবহার করে নির্ভুল ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড তৈরি এবং শহরাঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থাপনা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক রাজীব ভট্টাচার্যের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: আজ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। সাক্ষাৎকালে ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতি, রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে উভয়ের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন, জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প এবং ত্রিপুরার অগ্রগতির বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

৭ দফা দাবিতে মেলাঘর সিডিপিও-র কাছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২৭ জুলাই: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পূরণের দাবিতে সোমবার মেলাঘর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার (সিডিপিও) প্রবাল কান্তি বর্মনের কাছে ৭ দফা দাবিপত্র পেশ করেন মেলাঘর এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।

ডেপুটেশনে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা স্মার্টফোনের জন্য মাসিক ৩০০ রিচার্জ ভাতা অথবা এক বছরের মোবাইল রিচার্জের ব্যবস্থা, প্রতি মাসে নিয়মিত ফিডিং বিল প্রদান, বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফিডিং রেট বৃদ্ধি, কনটিনজেন্সি বিল ও ড্রেস বাবদ শাড়ির অর্থ প্রদান, সরকারি কর্মচারীদের মতো মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) এবং প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য ১০ হাজার করে তহবিল বরাদ্দের দাবি জানান। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা জানান, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে বর্তমান ফিডিং রেটে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই দ্রুত তাদের দাবিগুলি কার্যকর করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান তারা।

ডেপুটেশন গ্রহণ করে সিডিপিও প্রবাল কান্তি বর্মন কর্মীদের দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। তিনি জানান, বিষয়গুলি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য সুপারিশ করা হবে। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা দ্রুত তাদের ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

কাস্টমারী ল'র স্বীকৃতির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ১৯ জনজাতি সম্প্রদায়ের ডেপুটেশন

আগরতলা, ২৭ জুলাই: ত্রিপুরার ১৯টি তফসিলি জনজাতির প্রথাগত (কাস্টমারি) আইন দ্রুত কোডিফিকেশনের দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে ত্রিপুরা ট্রাইবাল কাস্টমারি ল" কো-অর্ডিনেশন কমিটি। কমিটির অভিযোগ, ২০২২ সালে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) সংশ্লিষ্ট বিলগুলি সর্বসম্মতিক্রমে পাস করলেও এখনও সেগুলি আইনে পরিণত হয়নি।

বিভিন্ন তফসিলি জনজাতির প্রধান সমাজপতিদের নিয়ে গঠিত কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে কোডিফিকেশন প্রক্রিয়া ঝুলে থাকায় জনজাতি সমাজের মধ্যে তাদের প্রথা, রীতি-নীতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ত্রিপুরায় স্বীকৃত ১৯টি তফসিলি জনজাতি রয়েছে। প্রতিটি জনজাতির নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ব্যবস্থা রয়েছে। কয়েকটি জনজাতির নিজস্ব লিপিও রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই জনজাতিগুলি নিজেদের প্রথাগত আইন অনুসরণ করে অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি করে আসছে, ফলে সরকারি আদালত ও থানার ওপর নির্ভরশীলতাও তুলনামূলকভাবে কম। সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের উল্লেখ করে কমিটি জানিয়েছে, তফসিলি জনজাতিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি তাদের ঐতিহ্যগত শাসনব্যবস্থাকে সংরক্ষণের লক্ষ্যেই টিটিএএডিসি গঠন করা হয়েছিল।

কমিটির দাবি, স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের পর থেকেই বিভিন্ন জনজাতির প্রথাগত আইনকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানানো হলেও, জামাতিয়া কাস্টমারি আইন ছাড়া অন্য কোনও জনজাতির প্রথাগত আইন এখনও আইন বা বিধি হিসেবে কার্যকর করা হয়নি।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর টিটিএএডিসি সর্বসম্মতিক্রমে ত্রিপুরি, রিয়াং, চাকমা, গারো, উচই, নোয়াতিয়া, মুরাসিং, কৈপেং, রূপিনী, হ্রাংখাওল, মগ, মিজো, চোরাই এবং ত্রিপুরা জনজাতির কাস্টমারি ল" সংক্রান্ত বিল পাস করে। পরে বিলগুলি রাজ্য সরকারের জনজাতি কল্যাণ দফতরে পাঠানো হলেও এখনও চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। কিছু বিল সংশোধনের জন্য টিটিএএডিসিতে ফেরত পাঠানো হয়েছে বলেও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কমিটির মতে, এই বিলম্বের ফলে জনজাতি সমাজের প্রথাগত আইন, সংস্কৃতি, আদিবাসী ধর্মীয় বিশ্বাস এবং স্বতন্ত্র পরিচয় রক্ষার প্রশ্নে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ইতিমধ্যে টিটিএএডিসিতে পাস হওয়া এবং রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো বিলগুলির দ্রুত কোডিফিকেশন নিশ্চিত করার আবেদন জানানো হয়েছে। তাদের আশা, এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ত্রিপুরার তফসিলি জনজাতিরা আইনি স্বীকৃতির আওতায় থেকে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী প্রথা ও রীতি-নীতি অনুসরণ করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ট্রাইবাল কাস্টমারি ল" কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার সরকারি বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত বাইক আরোহী

আগরতলা, ২৭ জুলাই : চড়িলামের বনকুমারী সংলগ্ন জাতীয় সড়কে সোমবার এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন এক বাইক আরোহী। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, একটি মালবাহী বলেরো গাড়ির সঙ্গে বাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে বাইক আরোহী রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। পরে বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের সহায়তায় তাঁকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য।

খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও মালবাহী বলেরোটি সরিয়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বনকুমারী সংলগ্ন জাতীয় সড়কের এই অংশে প্রায়ই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁদের দাবি, দুর্ঘটনা রোধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। তবে এই ঘটনায় দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

১০ দফা দাবিতে ধর্মনগরে মিছিল

এসডিএম-এর কাছে ডেপুটেশন তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির

ধর্মনগর, ২৭ জুলাই: ১০ দফা দাবিতে ধর্মনগরে মিছিল করে মহকুমা শাসকের (এসডিএম) কাছে গণডেপুটেশন প্রদান করল ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতি। সংগঠনের ধর্মনগর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন সিপিআই(এম) ধর্মনগর মহকুমা দফতরের সামনে থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে ধর্মনগর এসডিএম কার্যালয়ে পৌঁছায়। পরে সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি ও দাবিসনদ তুলে দেয়।

স্মারকলিপিতে তপশিলী জাতি সম্প্রদায়সহ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত একাধিক মৌলিক দাবি তুলে ধরা হয়েছে। সংগঠনের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে অবিলম্বে জাতভিত্তিক জনগণনা চালু করা এবং ত্রিপুরায় লোকসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে তপশিলী সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু, তপশিলী ছাত্র-ছাত্রীদের সব স্তরে স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি এবং আয়ের ঊর্ধসীমা তুলে দেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে। কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে সংগঠনের দাবি, সমস্ত সরকারি ও আধা-সরকারি দফতরের শূন্যপদ দ্রুত পূরণ করতে হবে এবং বেসরকারি ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। পাশাপাশি রেগা ও টুয়েপ প্রকল্পে কাজের দিন বাড়িয়ে ২০০ দিন করা এবং দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণের দাবি জানানো হয়েছে। কৃষি, মৎস্য ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্তদের জন্য সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ এককালীন মুকুব এবং ঋণের সুদের হার কমানোর আবেদন জানানো হয়েছে।

ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলির জন্য জমি প্রদান এবং পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য সরকারি সহায়তার পরিমাণ ন্যূনতম ৫ লক্ষ টাকা করার দাবিও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও সামাজিক ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে ৫,০০০ টাকা করা, বাদ পড়া যোগ্য ব্যক্তিদের পুনরায় ভাতার আওতায় আনা, প্রতি পরিবারকে ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে প্রদান এবং মাথাপিছু ১০ কেজি বিনামূল্যে চাল দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

দলিত ও তপশিলী সম্প্রদায়ের উদ্যোগী ও পেশাজীবীদের আর্থিক সহায়তা, সরকারি বাণিজ্য কেন্দ্র ও বাজারে স্টল বরাদ্দ এবং মৎস্যজীবী, লন্ড্রিজীবী, চর্মশিল্পী ও হরিজন সম্প্রদায়ের পেশাগত উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিও জানানো হয়েছে। পাশাপাশি লাগামহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ওপর অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণের দাবি তুলে ধরেছে সংগঠন।

ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উজ্জ্বলা দাস, সীতেশ রঞ্জন দাস, নিরঞ্জন মল্লিক, অশোক দাস, গৌরাঙ্গ দাস-সহ ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির মহকুমা সম্পাদক তাপস সরকার।

স্মারকলিপি গ্রহণের পর প্রশাসনিক স্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনের মহকুমা সম্পাদক।

যৌথ অভিযানে ৪৫.৫ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৭ জুলাই: সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল বিএসএফ ও সোনামুড়া থানার পুলিশ। যৌথ অভিযানে প্রায় ৪৫ কেজি ৫০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিএসএফের ৮১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বাতা দোলা ও মতিনগর বিএওপির অধীন সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের নাগরিক পরিষেবা তলানিতে ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা

সাব্রুম, ২৭ জুলাই: উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম শহরে নাগরিক পরিষেবা নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, স্ট্রিট লাইট, পানীয় জল ও মশা নিয়ন্ত্রণ-সহ একাধিক মৌলিক পরিষেবার বেহাল দশায় নাজেহাল হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

স্থানীয়দের দাবি, রাজ্যের শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা বিভিন্ন সভা-সমাবেশে সাব্রুমে উন্নয়নের দাবি করলেও বাস্তবে নগর পঞ্চায়েত এলাকার নাগরিক পরিষেবার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁদের অভিযোগ, অধিকাংশ রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। রাস্তার দু"পাশে পাকা নিকাশি নালা থাকলেও নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়ায় জল নিষ্কাশন ব্যাহত হচ্ছে। নালাগুলি আগাছায় ভরে থাকায় সাপ ও বিভিন্ন বিষাক্ত পোকামাকড়ের উপদ্রবও বেড়েছে।

বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই বিভিন্ন এলাকায় জল জমে যায় এবং নিকাশি ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে নোংরা জল ও বর্জ্য রাস্তায় উপচে পড়ে। বিশেষ করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের বাউন্ডারি সংলগ্ন আনন্দপাড়া থেকে ঠাকুরপল্লী পর্যন্ত রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায়। নগরবাসীর অভিযোগ, সন্ধ্যার পর শহরের বহু এলাকায় স্ট্রিট লাইট না জ্বলায় অন্ধকারে চলাচল করতে বাধ্য হন পথচারীরা। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে পড়াশোনার জন্য সাব্রুমে আসা ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল ফোনের আলো জ্বালিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়, যা নিরাপত্তার দিক থেকেও উদ্বেগজনক।

এছাড়াও, টু-ইপ প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ না হওয়ায় রাস্তার ধারে আগাছা এবং নিকাশি নালায় আবর্জনা জমে রয়েছে বলে অভিযোগ। এর ফলে মশার উপদ্রবও আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। স্থানীয়দের দাবি, নিয়মিত ডিডিটি স্প্রে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা না থাকায় জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়ছে। পানীয় জল সরবরাহ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, নির্দিষ্ট সময়ে জল সরবরাহ হয় না। অথচ নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের কর (ট্যাক্স) আদায় করা হলেও তার তুলনায় নাগরিক পরিষেবা মিলছে না।

নগরবাসীর প্রশ্ন, কর আদায়ে প্রশাসনের তৎপরতা থাকলেও কেন প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। দ্রুত রাস্তা মেরামত, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্ট্রিট লাইট সচল করা, মশা নিয়ন্ত্রণ এবং নিরবচ্ছিন্ন পানীয় জল সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

আগামী ৩১ জুলাই দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৭ শে জুলাই: আগামী ৩১ জুলাই দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা। শান্তিরবাজারে ১০২ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পাশাপাশি নেশামুক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টেরও উদ্বোধন করবেন তিনি।

সোমবার বিলোনিয়া সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে জেলার জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা হয়। সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে জেলাশাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি জানান, ৩১ জুলাই শান্তিরবাজার মহকুমার তুইকর্মা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের ৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন।

জেলাশাসক আরও জানান,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে পুলিশের অভিযানে ৪৩ বোতল এসকফ উদ্ধার, আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৭ জুলাই: খোয়াই শহরের তাঁত চৌমুহনী এলাকায় পুলিশের অভিযানে ৪৩ বোতল অবৈধ নেশাজাতীয় এসকফ উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় পল্লব গোপ নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাদা পোশাকের পুলিশ সুভাষ পার্ক আউটপোস্টের ওসি রঞ্জিত সরকারের নেতৃত্বে অভিযান চালায়। অভিযানে সন্দেহভাজন ব্যক্তির দেহ তল্লাশি করে ৪৩ বোতল এসকফ উদ্ধার করা হয়। আটক পল্লব গোপ চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের একজন বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

উদ্ধার হওয়া এসকফ কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও ছাত্র আন্দোলন নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই: উচ্চশিক্ষা ও চাকরির বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ধারাবাহিক প্রশ্নপত্র ফাঁস, দুর্নীতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অবক্ষয়ের অভিযোগ তুলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। এক বিবৃতিতে দলটি দাবি করেছে, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ গভীর সংকটের মুখে এবং এর ফলে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, আইএএস, আইপিএস, বিচারকসহ বিভিন্ন চাকরি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণের পরীক্ষায় একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁস, উত্তরপত্র মূল্যায়নে অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। ত্রিপুরায় টিপিএসসি, টিপিএস -সহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষাতেও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে বলে দাবি করা হয়। বহু ক্ষেত্রে তদন্ত, পুনঃপরীক্ষা এবং গ্রেপ্তারের ঘটনাও ঘটেছে বলে উল্লেখ করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হলেও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas